NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ চারধাম যাত্রার শুরুতেই মৃত্যু ৮৩ পুণ্যার্থীর

মনোনয়ন জমা কমল হাসান এবং ডিএমকে প্রার্থীদের ৭

কলকাতা ৭ জুন ২০২৫ ২৩ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.06.2025, Vol.18, Issue No. 355, 8 Pages, Price 3.00

উন্নয়নের সেতুবন্ধন

সন্ত্রাস মুছে প্রগতির কাশ্মীরে বন্দে ভারত

যুব-সমাজের স্বপ্নপূরণে বাধা রুখতে তৈরি মোদী

জম্মু, ৬ জুন: গোটা দেশের সঙ্গে রেলপথে জুড়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর। সন্ত্রাসবাদের ক্ষতে মলম লাগিয়ে উন্নয়নের পথে উপত্যকা। পহেলগাম জঙ্গি হামলার পর শুক্রবার প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে দেশের অন্যতম সাফল্যের নজিরের উদ্বোধন হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে। উদ্বোধন করলেন চন্দ্রভাগা (চেনাব) রেল ব্রিজের। এটি বিশ্বের উচ্চতম রেলওয়ে ব্রিজ।

কাটরায় দাঁড়িয়ে শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীরবাসীর জন্য এক ঐতিহাসিক দিনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজাদির অমৃত মহোৎসবের প্রেক্ষাপটে ৪৬,০০০ কোটিরও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও জনগণকে উৎসর্গ করলেন তিনি। একইসঙ্গে উদ্বোধন করলেন চিনাব নদীর উপরে গড়ে ওঠা বিশ্বের উচ্চতম রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ ও দেশের প্রথম কেব্‌ল-সাপোর্টেড রেলসেতু 'আঞ্জি ব্রিজ'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকের দিনটি জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় মোড় ঘোরানো এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

এদিন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিন্‌হা, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন উপত্যকায় দুটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনেরও সূচনা করেন। এই ট্রেনগুলি স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটক, তীর্থযাত্রী এবং অন্যান্যদের জন্য দ্রুত, আরামদায়ক এবং নির্ভরযোগ্য ভ্রমণের সুবিধা প্রদান করবে।

এরপর ২-এর পাতায়

জম্মু, ৬ জুন: একমাস আগে, ৬ মে রাতে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। যার পোশাকি নাম 'অপারেশন সিঁদুর'। শুক্রবার কাশ্মীর থেকেই সেই অভিযানের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, '৬ মে রাতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের উপর হামলা চলে। এখন পাকিস্তান যখনই 'অপারেশন সিঁদুরের' নাম শুনবে, তখন তাদের সর্বনাশের কথা মনে পড়বে। পাকিস্তান ফৌজ এবং সন্ত্রাসবাদীরা ভাবতে পারেনি ভারত পাকিস্তানে ভেতরে ঢুকে এ ভাবে হামলা করবে। ওরা যে সন্ত্রাসবাদের ইমারত তৈরি করেছিল, তা কিছু মিনিটের মধ্যে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। গোটা বিশ্ব দেখেছে, পাকিস্তান কী ভাবে জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালিয়েছে।'

মোদী বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীরের যুবসমাজ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি। বছরের পর বছর সন্ত্রাসবাদের কারণে জম্মু-কাশ্মীরে অনেক ক্ষতি হয়েছে। ওই সন্ত্রাসবাদের কারণে এখানকার মানুষ স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদকেই নিজেদের ভাগ্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছিল। তবে আমরা সেটা পাল্টে দিতে পেরেছি। এখন জম্মু-কাশ্মীরের যুবসমাজ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। শুধু তা-ই নয় তা পূরণও করছে।'

মোদীর দাবি, 'পাকিস্তানিরা ভারতে সাম্প্রদায়িক হিংসা তৈরি করতে চেয়েছিল। কাশ্মীরে নির্বাচন হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে। এটা সন্ত্রাসবাদীদের সহ্য হয় না। এখানকার মানুষ এতই সন্ত্রাসী হিংসা দেখেছে যে তারা তো ভেবেই বসেছিল সন্ত্রাসবাদী তাদের জীবনের শেষ ধাপ। কিন্তু আমি জম্মু-কাশ্মীরকে সেই পরিস্থিতি থেকে বের করেছি। আমি এখানে বিকাশকে থামতে দেব না। যদি এখানকার যুব প্রজন্মের স্বপ্নপূরণের পথে কোনও বাধা তৈরি হয়। তা হলে সেই বাধাকে সবার আগে মোদীকে পেরতে হবে।'

শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে মোট ৪৬ হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বের উচ্চতম রেলব্রিজ উদ্বোধনের পাশাপাশি চালু হল শ্রীনগর-কাটরা রেলপথও। ওই লাইনে ছুটল 'ভারতীয় প্রগতির প্রতীক' বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

ইউনূসের ঘোষণা

■ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছিল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি। সেই দাবি মেনে না নিলেও অবশেষে বাংলাদেশের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেওয়ার সময় ভোটের কথা ঘোষণা করেন তিনি। ভোটের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার বার্তাও দেন তিনি। ইউনূস বলেন, 'আগামী নির্বাচন হবে সবচেয়ে স্বচ্ছ, অবাধ, সুষ্ঠ। দেশের ইতিহাস তা মনে রাখবে।' মহম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬-এর এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধের যে কোনও দিন বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন রেপো রেট

■ ফের সুদ কমাল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)। শুক্রবার নতুন রেপো রেট ঘোষণা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এদিন তাতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা বলেছেন আরবিআইয়ের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। ফলে ৬ শতাংশ থেকে ওই সূচক নেমে এসেছে ৫.৫০ শতাংশে। এই নিয়ে চলতি বছরে তৃতীয় বারের জন্য হ্রাস পেল রেপো রেট। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিলে ২৫ করে মোট ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

তৎকালে পদক্ষেপ

■ তৎকাল টিকিট কাটার নিয়মে বড় বদল করল রেল। অল্প সময়ের মধ্যে ওই টিকিট কেটে সেগুলি কালোবাজারি করা হয় বলে অভিযোগ। তাই এবার তৎকাল টিকিট কাটার নিয়মে বদল আনতে চলেছে রেল। আইআরসিটিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে অনলাইনে তৎকাল টিকিট কাটতে গেলে লগইন আইডির সঙ্গে আধারের লিঙ্ক করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে চলতি মাস থেকেই এই পরিষেবা শুরু করতে পারে রেল।

জগন্নাথের প্রসাদ যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৭ জুন থেকে রাজ্যের ১.৩৫ কোটি পরিবারে পৌঁছবে পেঁড়া-গজা, নির্দেশিকা পাঠাল তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর।

দিঘার জগন্নাথ ধাম থেকে পুজো করা খোয়া ক্ষীর দিয়ে তৈরি প্রসাদ এবার রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নেতৃত্বে এবং হিডকোর সহযোগিতায় রাজ্যের ১ কোটি ৩৫ লক্ষ পরিবারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে জগন্নাথ ধামের প্রসাদ।

আগামী ১৭ জুন থেকে শুরু হবে এই বিতরণ প্রক্রিয়া। সরকারের নির্দেশ, ২৭ জুন রথযাত্রার দিন এই কর্মসূচি শেষ করতে হবে। তবে যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওই দিন পৌঁছানো সম্ভব হবে না, সেখানে ৪ জুলাই উল্টোরথের আগেই প্রসাদ বিতরণ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসাদের মধ্যে থাকবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ছবি, একটি পেঁড়া

ও একটি গজা। কলকাতা থেকে এই ছবি ও বাক্স প্রতিটি জেলায় পৌঁছে যাবে ১২ জুনের মধ্যে। ইতিমধ্যেই সব জেলা শাসকদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিজেদের জেলার বিখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের একটি তালিকা তৈরি করে রাখতে। দিঘার মন্দিরে পুজো দেওয়া খোয়া প্রতিটি জেলায় পাঠানো হবে, সেই খোয়া ক্ষীর ব্যবহার করেই স্থানীয় কারিগরেরা তৈরি করবেন প্রসাদের জন্য নির্ধারিত পেঁড়া ও গজা। পৃথক প্যাকেটে এই দুই মিষ্টান্ন থাকছে।

'দিঘার প্রসাদ নয়, পাড়ার দোকানে কেনা পেঁড়া-গজা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'প্রসাদের নামে পাড়ার দোকান থেকে কেনা গজা-পেঁড়া বিলি করানো হচ্ছে রেশন ডিলারদের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসকে কলুষিত করছেন।'

রাজ্যে আবারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার কলকাতার বিজেপি সদর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে দিঘা জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার কেন্দ্রিক বিতর্কিত 'প্রসাদ' বিতরণ প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, 'এটা শুধু প্রতারণা নয়, হিন্দুদের আস্থার উপর সরাসরি আঘাত।'

সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু জানান, রাজ্য সরকার 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের মাধ্যমে এমন একটি প্যাকেট সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে চলেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রসাদ'। ওই প্যাকেটে থাকছে একটি পেঁড়া ও একটি গজা। তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'আমার গজা বা প্যাঁড়া খেতে আপত্তি নেই। ২০ টাকার বরাদ্দ নিয়েও সমস্যা নেই। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর কোষাগার তো শূন্য। উনি তো ৭ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য নিয়ে।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, 'দিঘায় যে জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার তৈরি হয়েছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাসিমুখের ছবি-সহ মূর্তি বসিয়ে সরকারি অর্থে তা চালানো হচ্ছে। এরপর সেই কেন্দ্র থেকেই 'প্রসাদ' নাম দিয়ে একটি মিষ্টির প্যাকেট বানিয়ে রাজ্যের হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যা আসলে একপ্রকার প্রতারণা। প্রসাদের নামে গজা-প্যাঁড়া বিলি করানো হচ্ছে রেশন ডিলারদের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসকে কলুষিত করছেন।'

তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও বিডিওদের পাঠানো নির্দেশিকাও দেখান সাংবাদিকদের সামনে। শুভেন্দু বলেন, 'এই সার্কুলার পাঠানো হয়েছে নিচুস্তরের প্রশাসন পর্যন্ত। আর তাতে বলা হয়েছে, এই প্যাকেট পৌঁছে দিতে হবে 'দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ' হিসেবে। এটা যদি ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত না হয়, তাহলে আর কী?'

ওই প্যাকেটের ছবি দেখিয়ে শুভেন্দু মন্তব্য করেন, 'এটা কেউ প্রসাদ বলে নেবেন না। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া প্যাঁড়া ও গজা মাত্র। যদি আপনি প্রকৃত হিন্দু হন, আপনি জানবেন, এটা জগন্নাথের প্রসাদ নয়। এটা নিছকই ভোটব্যাঙ্ক টার্গেট করে বানানো এক রাজনৈতিক চাল।'

পদপিষ্টে ধৃত বেঙ্গালুরু কর্তারা, স্বস্তি কেসিএর

বেঙ্গালুরু, ৬ জুন: বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্টের ঘটনায় কর্নাটক ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে এখনই কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিল কর্নাটক হাইকোর্ট। আরসিবির বিজয় সেলিব্রেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আরসিবি, সম্প্রচারকারী সংস্থা এবং কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই পলাতক কেএসসিএ সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ। তাঁদের বাড়িতে গেলেও দুই কর্তার সন্ধান পায়নি পুলিশ। আপাতত দুই কর্তার সন্ধানে তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যেই আরসিবির মার্কেটিং অ্যান্ড রেভেনিউ হেড নিখিল সোসালেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিরণ, সুমন্ত এবং সুনীল ম্যাথিউ নামে ডিএনএ এন্টারটেনমেন্ট নেটওয়ার্কের তিন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুক্রবার।

আরসিবি (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু), বিজয়োৎসবের দায়িত্বে থাকা ডিএনএ এন্টারটেনমেন্ট, কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (কেএসসিএ) বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়ের করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কর্নাটক ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা। সেই মামলায় শুক্রবার বিচারপতি এসআর কৃষ্ণ কুমার নির্দেশ দেন, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

কর্নাটক ক্রিকেট বোর্ডের যে সব আধিকারিক এই মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদেরও আদালতের

ধৃত নিখিলের সঙ্গে বিরাট-অনুষ্কা।

অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন বিচারপতি। তাঁর আরও নির্দেশ, বোর্ডের আধিকারিকদের তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারকে সাসপেন্ড করে দিয়েছেন। সাসপেন্ড করা হয়েছে পুলিশের একাধিক শীর্ষ কর্তাকে।

উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। বেঙ্গালুরু পুলিশের একাধিক শীর্ষকর্তাকেও বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্তের তালিকা থেকে নিজেদের বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কর্নাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, বিজয় উৎসব আয়োজনে বা ভিড় নিয়ন্ত্রণে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। বরং গোটা ঘটনার দায় বিজয়োৎসবের আয়োজক আরসিবি এবং পুলিশের। এই আবেদনে আপাতত সাড়া দিয়েছে আদালত। কর্নাটক প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়।

কিং বনাম 'কিংমেকার', বিল-দ্বৈরথ চরমে

ওয়াশিংটন, ৬ জুন: ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্কের সম্পর্কের ফাটল ক্রমেই চওড়া থেকে আরও চওড়া হচ্ছে। গত সপ্তাহেই ট্রাম্পের বিলের সমালোচনা করে প্রশাসনিক উপদেষ্টার পদ ছেড়েছিলেন টেসলা কর্তা। বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হতাশার সুরে বলেছিলেন, 'মাস্কের আচরণ হতাশাজনক।' পালটা এলন মাস্ক দাবি করেন, তাঁকে ছাড়াই জিততে পারতেন না ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের দখল নিতেন ডেমোক্র্যাটরা।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, মাস্ককে ছাড়াই তিনি আমেরিকার পেনসিনভেনিয়া প্রদেশে জয়ী হতে পারতেন। ট্রাম্পের ওই দাবি সম্বলিত ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই একটি পোস্ট করেন টেসলা এবং এক্স-এর কর্ণধার মাস্ক। সেখানে তিনি লেখেন, 'আমার সাহায্য ছাড়া ট্রাম্প এই নির্বাচনে জিততে পারতেন না।'

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, 'আমি ইলনের ব্যাপারে খুবই হতাশ। ওঁর সঙ্গে আর দারুণ সম্পর্ক থাকবে কি না জানা নেই।'

ট্রাম্পের বিল নিয়ে মাস্কের মন্তব্যের পর দু'জনের দ্বৈরথ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। মাস্ক বলেন, 'কোনও বিল বিগ হতেই পারে। আবার সেটা বিউটিফুলও হতে পারে। কিন্তু আমার জানা নেই একসঙ্গে দুটোই হতে পারে কিনা। এই বিল ইতিমধ্যেই বিপুল আকার ধারণ করা বাজেট ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পরিণত করবে। কংগ্রেস আমেরিকাকে দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়বে।' স্বাভাবিক ভাবেই এমন

মন্তব্যকে ভালোভাবে নেননি ট্রাম্প। আর তার ফল স্বরূপ দু'পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রায় চরমে পৌঁছেছে। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প আর ইলন মাস্কের দ্বন্দ্বের প্রভাব মার্কিন প্রশাসনের নানা ক্ষেত্রে পড়তে চলেছে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে এই দ্বন্দ্বের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

বর্তমানে ট্রাম্প আর মাস্কের বাগযুদ্ধ কার্যত সপ্তমে চড়েছে। মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। শুধু তা-ই নয়, সরকারের থেকে যে ভর্তুকি পায় মাস্কের কোম্পানি টেসলা, তা-ও বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বারের জন্য হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেই মাস্ককে নিজের পরামর্শদাতা পদে নিয়োগ করেছিলেন ট্রাম্প। প্রশাসনিক খরচ কমানোর জন্য মাস্কের নেতৃত্বে তৈরি করেছিলেন সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দপ্তর বা ডিওজিই। সেই দপ্তরের প্রস্তাব মেনেই নাসার জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কমানো হয়। এর ফলে নাসার একাধিক অভিযানও পিছিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নাসার ভরসা ছিল মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের উপরেই। কিন্তু সেই ভরসার জায়গাটিও এ বার নড়বড়ে হয়ে গেল বলে মত বিশেষজ্ঞমহলের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Debnath Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Karttik Khan ও K C Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rita Khetrapal D/o. Sadhan Khetrapal নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayesha Molla নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৪৮ নং এফিডেভিট বলে Avijit Neogy S/o. Akshay Neogy ও Avijit Neogi S/o. Akshoy Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Arnab Biswas নাম পরিবর্তন করিয়া Arnab Dey নামে সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি। Arnab Biswas ও Arnab Dey সাকিম বান্ডেল সাউথ নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল জংসন, চুঁচুড়া-মগরা, হুগলী-৭১২১২৩, হাল সাকিম মিয়ারবেড় রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, পঃবঃ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩৪৮ নং এফিডেভিট বলে Arun Prakash Hajra S/o. Binod Behari Hajra ও Arun Prokash Hazra S/o. Lt. B. B. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সংশোধনী

গত ইং ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা বল স্বামী শ্রী লিকচন বল মহাশয়ার আমমোক্তারনামা শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটির চতুর্থ লাইনে ভ্রমবশতঃ বিগত ইং ২১-০১-১৯৮১ তারিখে D.S.R.II হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৯৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে বিগত ইং ১২/০৮/২০২০ তারিখে D.S.R.II হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-65/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

সনৎ কুমার শীল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রীমতী রূপা ঘোষ**, স্বামী - শ্রী গুরু ঘোষ, সাকিম - দেবানন্দপুর মধ্যমপাড়া, পো:- দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২ ১২৩ বিগত ইং ২৯.০৯.২০২২ তারিখে A.D.S.R Chinsurah অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-11496/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **১) পুলকেশ সিংহরায়**, পিতা - কালিকিঙ্কর সিংহরায় সাকিম - বৈকুণ্ঠপুর, থানা-পুরশুরা, পো:-বৈকন্ঠপুর, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২৪১৪ ও **২) প্রশান্ত ধর**, পিতা – ৺প্রানেশ ধর, সাকিম - কাজীডাঙ্গা জোড়া অশ্বথতলা, থানা- চুঁচুড়া, পো:- দেবানন্দপুর, জেলা - হুগলী, পিন-৭১২১২৩ মহাশয়দের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 12-03-2025 তারিখে A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে I- 3256 নং দলিলমূলে **শ্রী দেব আশিষ কুমার**, পিতা - শ্রী বিন্দেশ্বরী প্রসাদ সাকিম- দক্ষিন নলডাঙ্গা পো:- নলডাঙ্গা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২৩ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা - দেবানন্দপুর, জে. এল.- ৩, হাল এল আর ২৯৩৪ খতিয়ানে আর এস ৩৮২ ও এল আর ৪১৪ দাগে শুনা জমি (০.০৩ একর) ছটাক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রী দেব আশিষ কুমার**, পিতা - বিন্দেশ্বরী প্রসাদ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল অ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে ।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ নাজিমুল হক** পিতা সেখ মোজাম্মেল হক, সাকিম কুলবারুই, জোলকুল, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, মহাশয় বিগত ইং ১১/০২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-16/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(সেখ নাসরুল হক** পিতা নাজিমুল হক, সাকিম কুলবারুই, জোলকুল, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৪/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1581/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ আজিজুল হক** পিতা সেখ মোজাম্মেল হক সাকিম কুলবারুই, জোলকুল, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩ মহাশয়কে ৫.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা গোপীকান্তপুর, ১৩৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৯১০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ১৪৪৪ নং দাগে ভিটি জমি, ষোল আনায় ৫১ শতক, ইহার মধ্যে ০.১১৭২ অংশে ৫.৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ আজিজুল হক** পিতা সেখ মোজাম্মেল হক, উক্ত খরিদা সম্পত্তির নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**সেখ নাসরুল হক** (আমমোক্তার)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী রাজেশ কুমার জয়সওয়াল, পিতা শ্রী বলিহারি প্রসাদ জয়সওয়াল, সাকিন - পি৩ রাজা রাজ কৃষ্ণ স্ট্রিট, থানা : বড়তলা, কলকাতা - ৭০০০০৬ মূল রেজিস্টার্ড দলিল নং ১১৩৩/১৯৯৭ যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-২, কলকাতা মেট্রোরেলে গিরিশ পার্ক থেকে চাঁদনী চক স্টেশনে নেমে দোকানে যাওয়ার পথে ০৪.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে ১০.৪০ এর মধ্যে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৩২০-তারিখ ০৪.০৬.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
(অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪,
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সেখ ওয়াসিম রহমান, ২)সেখ আসিফ রহমান**, উভয়ের পিতা সেখ মফিজুর রহমান, উভয়ের সাকিম হরাল, হরাল দাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়গণ বিগত ইং ১৬/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0749/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে **(শিল্টু মল্লিক**, পিতা আলাউদ্দিন মল্লিক, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২১/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2626/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাবানা খাতুন** স্বামী শিল্টু মল্লিক, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়াকে ৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি গ্রাম, ২০ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক আর.এস. ১০৪৬৭ তথা হাল এল.আর ১০৪৮৮ নং দাগে, ১)হাল এল.আর. ৬০৫৬ নং খতিয়ানে, পুকুর পাড় সম্পত্তি ষোল আনায় ৬২ শতকের মধ্যে ০.০৩৬৩ অংশে ২.০৬৫ শতক ও ২)হাল এল.আর. ৬০৫৫ নং খতিয়ানে, পুকুর পাড় সম্পত্তি ষোল আনায় ৬২ শতকের মধ্যে ০.০৩২১ অংশে ২.০৬৫ শতক, একুনে একটি দাগে দুইটি খতিয়ানে মোট ৪.১৩ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা সাবানা খাতুন স্বামী শিল্টু মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শিল্টু মল্লিক** (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **সেখ আক্কেল আলি**, পিতা- মরহুম ইসমাইল আলি, সাকিম - রাজহাট, পো:- রাজহাট, থানা- পোলবা জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১২৩ বিগত ইং 15-03-2012 তারিখে A.D.S.R Chinsurah অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV -47/12 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **১) তরুন দাস**, পিতা - শ্রী হরমনি দাস সাকিম-১নং কাপাসডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, পো: হুগলী, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১০৩ ও **২) অজয় দেবনাথ**, পিতা- ৺জানকী কান্ত দেবনাথ, সাকিম -পুরাতন কাপাসডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, পো:- হুগলী, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ মহাশয়দের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 24-12-2012 তারিখে A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে I - 6882/2012 দলিলমূলে **শ্রী আনন্দ কুমার মন্ডল**, পিতা- শ্রী সরোজ মন্ডল সাকিম - আমপালা পো:- রাজহাট, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩ মহাশয়কে বিক্রয় করেন, ইনি নিজ নাম পত্তন না করিয়া ইংরাজী 07-05-2025 তারিখে A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে I- 556/2025 দলিলমূলে **শ্রীমতী দীপান্বিতা দাস**, স্বামী- শম্ভু দাস, সাকিম কড়োলা, পো:- দেবানন্দপুর, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা - হুগলী, থানা - পোলবা, মৌজা - রাজহাট, জে. এল. ৬৫, হাল এল আর ৬৮৪ খতিয়ানে আর এস ২১৮৯ ও এল আর ২১৮৯ দাগে বাঁশবাগান জমি ১কাঠা ৮ ছটাক বিক্রয়কৃত সম্পতি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রীমতী দীপান্বিতা দাস**, স্বামী - শম্ভু দাস নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল অ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে ।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী পল্লব রায়** পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র রায়, সাকিম ৪০ এইচ বি উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড, কাঁকুড়গাছি, ফুলবাগান, কোলকাতা-৫৪, মহাশয় বিগত ইং ১৫/০৯/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-350/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে **শ্রী তপন মজুমদার** পিতা শ্রী কালাচাঁদ মজুমদার, সাকিম বিবেকানন্দ লেন, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৬ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে শ্রী তপন মজুমদার নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২২/১২/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5928/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী অমিত মালো ও ২)শ্রী অভিজিৎ মালো** উভয়ের পিতা শ্রী উমাচরণ মালো উভয়ের সাকিম বৈকুন্ঠপুর, মনসাতলা, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়গণকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **১)শ্রী অমিত মালো ও ২)শ্রী অভিজিৎ মালো** নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৯/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9628/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রীমতী পায়েল রায়** স্বামী শ্রী রাজেশ পন্ডা, সাকিম আমতলা(২), বৈকুন্ঠপুর, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩), ০৪.৮০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা গজঘন্টা, ৪১ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ১০৮ ও ১০৪ তথা হাল এল.আর ২০৩৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৬১ তথা হাল এল.আর. ৬২ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০৫ শতক তন্মধ্যে ৪.৮০ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী পায়েল রায়** স্বামী শ্রী রাজেশ পন্ডা, উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রীমতী পায়েল রায়** (ক্রেতা)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই জুন, ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ্য। শনিবার। দ্বাদশী তিথি, চিত্রা নক্ষত্র। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধ র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

(উন্মীলনী দ্বাদশী তিথি মুহূর্ত। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ইদুজ্জহা। বকরিদ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ওবিসি নিয়ে মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি তালিকা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় সদ্য ঘোষিত তালিকা নিয়ে বড় অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর দাবি, 'মূলত একটি সম্প্রদায়কে খুশি করতেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে হিন্দু ওবিসি গোষ্ঠীর বড় অংশ কার্যত বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।' শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু মনে করান, জাতীয় ওবিসি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৯৯টি উপজাতি ওবিসি স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপজাতির সংখ্যা ছিল ৩৬। কিন্তু রাজ্য সরকার সম্প্রতি তিন মাস ধরে একটি সমীক্ষা চালায়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে নতুন তালিকায় মোট ১৮০টি উপজাতিকে ওবিসি হিসেবে অন্তর্ভু করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৯টি উপজাতিই মুসলিম গোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগের আঙুল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে।

অর্থাৎ, যেখানে আগে মুসলিম উপজাতির সংখ্যা ছিল ৩৬, সেখানে এখন তা দাঁড়িয়েছে ১১৯-এ। এই বৃদ্ধি অনেককেই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ওবিসি ক্যাটেগরির আওতায় থাকা ৮১টি প্রধান উপজাতির মধ্যে ৭৩টিই বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের।

৩২৪ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অরক্ষিত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজ ত্বরান্বিত করতে বাকি থাকা ৩৫৬ একর জমি দ্রুত বিএসএফের হাতে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই ৬৬ কিলোমিটার কাঁটাতার বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় ৩২৪ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি জমি ব্যক্তি মালিকদের থেকে অধিগ্রহণ করে হস্তান্তরের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলাগুলিকে এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত ৬৮০ একর জমি কেনার টাকা দিয়েছে। তবে প্রয়োজন ১৫০৫ একর জমি, যার মধ্যে ২৬৮ কিলোমিটার সীমান্তে ফেনসিংয়ের জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ১৪১২ একর জমি হস্তান্তরের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বাধিক অগ্রগতি হয়েছে। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০ একর জমি কিনে বিএসএফকে হস্তান্তর করেছে এবং আরও ১৯০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। ইতিমধ্যে ১৩৮ একর জমি কিনে তার মধ্যে ৮২ একরে বিএসএফের নামে ল্যান্ড মিউটেশনও সম্পূর্ণ হয়েছে।

জেলার মধ্যে বাগদায় ১০২ একর, বনগাঁয় ২৪ একর, গাইঘাটায় ১০০ একর এবং স্বরূপনগরে ৯২ একর জমিতে কাঁটাতার বসানো অত্যন্ত জরুরি বলে প্রশাসনের দাবি। জলাশয়ঘেরা এই এলাকাগুলিতে নজরদারি চালাতে হচ্ছে অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে। বিডিও ও বিএলআরও-রা স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমদিকে বেশ কিছু জমি মালিক আপত্তি তুললেও এখন পর্যন্ত ২১১ একরের বেশি জমির মালিক জমি দিতে রাজি হয়েছেন। অন্য জেলাগুলিতেও জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, সীমান্তে কাঁটাতার বসানো এবং বিএসএফের নজরদারির সুযোগ বাড়াতে এই জমি হস্তান্তর এখন সময়ের দাবি।

মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলে খুনে ৯০০ পাতার চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় আদালতে ৯০০ পাতার চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। ঘটনার ৫৫ দিনের মাথায় শুক্রবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়। তার প্রেক্ষিতে সরকার পক্ষের আইনজীবী দ্রুত শুনানির আবেদন করেছেন।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদে অশান্তি শুরু হয়েছিল দিন কয়েক আগে। ওই আবহে খুন হন জাফরাবাদের বাসিন্দা হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস। এই ঘটনায় একাধিক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় সিটের হাতে ধরা পড়ে আরেক বাবা-ছেলেও। জানা যায়, জিয়াউল ও তাঁর দুই ছেলেও হরগোবিন্দ ও চন্দনের খুনের ঘটনায় জড়িত। তবে, পুলিশ প্রথম থেকে জানিয়ে এসেছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে এই খুন হয়েছে। রাজনৈতিক বা অন্য কোনও কারণ নেই। সূত্রের খবর, চার্জশিটেও সেটা জানানো হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে, হরগোবিন্দ এবং চন্দন দাস খুনে অভিযুক্ত ১৩ জনের ১৩ জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জেরা করে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ মিলেছে। তার উপর ভিত্তি করে ১৩ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শুক্রবার চার্জশিট দিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। অভিযুক্তেরা কী ভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং তার পর কোথায় কী ভাবে তাঁরা গা ঢাকা দিয়েছিলেন, কোন কোন জায়গা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সমস্তটাই চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি, মৃত্যু বেড়ে ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রমেই প্রশাসনের কপালে ভাঁজ ফেলছে দেশের করোনা পরিস্থিতি। কারণ, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনা-সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৩৬৪-এ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,০০০ ছাড়িয়ে ৫,৩৬৪-এ পৌঁছেছে বলে শুক্রবার সকালে জানায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় চার জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন কেরলের, দুইজন কর্ণাটকের ও একজন পঞ্জাবের বাসিন্দা। এঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ৬৫-র বেশি। পাশাপাশি স্বস্তির খবর এটাই, বিভিন্ন রাজ্যে ৪,৭২৪ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল বা হোম আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সূত্রে এও জানানো হয়েছে, কেরলে সর্বোচ্চ আক্রান্ত রাজ্য, যেখানে ১,৬৭৯ জন করোনা রোগী রয়েছে। এর পর রয়েছে গুজরাত (৬১৫), পশ্চিমবঙ্গ (৫৯৬) এবং দিল্লি (৫৬২)। দিল্লি স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার দিল্লিতে ৫ শতাংশ পজিটিভিটি রেটের সঙ্গে ১২৪ নতুন করোনা রোগী শণাক্ত হয়েছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮ জন বলেই জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সূত্রে। ফলে মোট করোনা আক্রান্তর সংখ্যা দাঁড়িয়েছেন ৫৯৬-এ।

কালীগঞ্জে উপনির্বাচনে নতুন ভূমিকায় থাকবে এনসিসি ক্যাডেটরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার কালীগঞ্জে ১৯ জুনের উপনির্বাচনে নতুন ভূমিকা নিতে চলেছে এনসিসি ক্যাডেটরা। ভোটের দিন বুথের বাইরে লাইন সামলানো, বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের সহায়তা করা এবং ভোটারদের মোবাইল ফোন জমা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবার তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তবেযে সকল এনসিসি সদস্যরা এই কাজে নিযুক্ত হবে, তাদের বয়স হতে হবে ১৮ বছরের কম হতে হবে বলে কমিশনের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটাররা ফোন সঙ্গে আনলেও, লাইনে দাঁড়ানোর পর তা বন্ধ করে বুথ লেভেল অফিসারের কাছে টোকেনের বিনিময়ে জমা রাখতে হবে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সেই টোকেন দেখিয়ে ফোন ফেরত নেওয়া যাবে। এনসিসি ক্যাডেটদের এই দায়িত্ব পালন নিয়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্কুলগুলো থেকে নামের তালিকা সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। ভোটের আগেই এই ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কমিশন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, তাদের জন্য পানীয় জল ও খাবারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

সন্ত্রাস মুছে প্রগতির কাশ্মীরে বন্দে ভারত

প্রথম পাতার পর

মা বৈষ্ণোদেবী ও ভৈরব বাবার কৃপায় কাশ্মীর উপত্যকা আজ ভারতের রেল-নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত;বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে মা ভারতীর স্তব করেছি, 'কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী'। আজ তা বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলপথেও।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, 'বহু প্রজন্ম ধরে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ রেলপথের স্বপ্ন দেখেছেন। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছে। কাশ্মীর-উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুলা রেললাইন প্রকল্প শুধুমাত্র এক প্রকল্প নয়, এটি নতুন ও সবল জম্মু-কাশ্মীরের প্রতীক, এবং ভারতীয় সক্ষমতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।' তিনি বলেন, এই প্রকল্পের কাজ তাঁদের সরকারের সময়েই গতি পায় এবং আজ তা সম্পূর্ণ হয়েছে। পাহাড়ি দুর্গম ভূপ্রকৃতি, তুষার ও পাথরধসে যে বিপুল চ্যালেঞ্জ ছিল, তা সত্ত্বেও প্রকৌশলীদের অদম্য সাহস ও নিষ্ঠায় এই ঐতিহাসিক সেতুগুলি নির্মিত হয়েছে।

চিনাব সেতুর প্রসঙ্গে বলেন, 'যে ভাবে প্যারিসে মানুষ আইফেল টাওয়ার দেখতে যায়, একদিন তেমনভাবেই চিনাব সেতুও হয়ে উঠবে পর্যটনের আকর্ষণ। এটি শুধু ইস্পাত বা কংক্রিটের কাঠামো নয়, ভারতের সাহসিকতার জ্যান্ত প্রতিমূর্তি।' আঞ্জি ব্রিজকেও তিনি 'প্রকৌশলের বিস্ময়' বলে উল্লেখ করেন।

নতুন রেলযোগাযোগের ফলে শুধুমাত্র পর্যটন নয়, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'কাশ্মীরের আপেল, শুকনো ফল ও পশমিনা শাল এখন সারা দেশে সহজে ও কম খরচে পৌঁছবে। এতে ব্যবসা ও শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলবে।'

সংগলদানের এক ছাত্রের মন্তব্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী; 'গ্রামের বাইরে না গেলে ট্রেন কেউ চোখে দেখেনি, শুধু ভিডিওতেই ট্রেন দেখা যেত। আজ বাস্তবে ট্রেন সামনে দিয়ে যাবে;এটাই ভাবতে পারছে না অনেকেই।' এক ছাত্রী বলেছে;'এখন আর আবহাওয়া ঠিক করবে না রাস্তা খোলা থাকবে কি না। এখন ট্রেন সব ঋতুতেই চলবে।'

নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীর ভারতের মুকুট, যার রত্ন হল এখানকার সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতি, ওষধি গাছপালা, ফলের বাগান এবং প্রতিভাবান যুবশক্তি।' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত কখনও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না। জম্মু-কাশ্মীরের যুবসমাজ এখন সন্ত্রাসবাদের যথোচিত জবাব দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' এদিন জম্মুতে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। জানান, এই স্বাস্থ্যপরিকাঠামো নির্মাণ স্থানীয় মানুষের জন্য আরও উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করবে। শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীর বহুদিন ধরে অবহেলিত ছিল, আজ তার উন্নয়নের নতুন দিগন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি এই রাজ্যের মানুষকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।' তিনি জম্মু-কাশ্মীরবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে এই উন্নয়নযাত্রায় তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৭ জুন ২০২৫, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার

‘তৃণমূলের জামা সরে গেলে পাড়ার কুকুর কামড়ে দেবে’, দলীয় কর্মীদের নিশানা মদনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের দলের একাংশকে নিশানা করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কামারহাটির নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সূত্র বলছে, উক্ত কর্মী সভায় অনুপস্থিত ছিলেন একাধিক কাউন্সিলর। এতেই মেজাজ হারান মদন মিত্র। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, ‘তৃণমূল বন্ধ করে দিলাম। কামারহাটিতে তৃণমূল নেই। বাড়িতে থাকতে পারবেন তো। তার কারণ, বাঁচানোর মতো কোনও বাবা আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে না। নিজেদের কী হরিদাস পাল ভাবছেন?’ একইসঙ্গে মদন মিত্র জোরের সঙ্গে দাবি করেন, ‘এই মিটিংয়ে যারা উপস্থিত আছেন, তাঁদের ৪০ শতাংশ তৃণমূলের দেওয়া চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু যারা চাকরি পায়নি। তাদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো।’ এরপরই দলের একাংশকে নিশানা করে মদন মিত্র বলেন, ‘যারা দলটাকে খুবলে খুবলে নিয়েছে, যারা দলটাকে চেটেপুটে মাখন করে নিল। যদি গা থেকে তৃণমূলের জামাটা সরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে পাড়ার কুকুরটাও পায়ে এসে কামড় দেবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘একজনও দাঁড়িয়ে বলবেন, আমি দলের টিকিট ছাড়া জিতেছি। যিনি বলবেন আমি তাঁকে পুরস্কৃত করব।’ কর্মীসভায় দলের একাংশকে নিশানা করা নিয়ে মদন মিত্রকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার যুব নেতা জয় সাহা। তিনি বলেন, ‘মদন মিত্র তো কালারফুল নেতা। তাই উনি রঙিন কথাবার্তা ভালো বলতে পারেন। উনি দাবি করেছেন, ৪০ শতাংশ নাকি তৃণমূলের দেওয়া চাকরি। কিন্তু ১০০ শতাংশ চাকরি দিতে পারেন নি, এটাই ওনার আক্ষেপ।’ জয়ের সাফ বক্তব্য, ‘উনি ৪০ শতাংশ চাকরি দিয়েছেন। তাহলে তো উনি পক্ষান্তের স্বীকার করে নিয়েছেন টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে কিংবা চাকরি চুরি হয়েছে।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘আসলে উনি দলে কোণঠাসা। তাই কালারফুল নেতা হিসেবে গরম গরম কথা বলে দলের সামনের সারিতে ফের আসার চেষ্টা করছেন।’

‘ডেঙ্গুর মতোই রাজ্য করোনা লুকোচ্ছে’, সরকারকে তোপ শুভেন্দুর, পালটা চন্দ্রিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ডেঙ্গুর মতোই রাজ্যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যাও লুকোনো হচ্ছে’, এই বিস্ফোরক অভিযোগে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার কলকাতার সল্টলেকে দলীয় অফিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, ‘যেমন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা চাপা দেওয়া হয়েছে, কোভিডের ক্ষেত্রেও একই কাজ চলছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে, রাজ্যের কোভিড পোর্টাল কার্যত নিষ্ক্রিয়। মালদা জেলার উদাহরণ দিচ্ছি, ১০টি কোভিড টেস্টের মধ্যে ৯টিই পজিটিভ এসেছে। অথচ রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে ডেটা আপডেটই হচ্ছে না।’ তাঁর অভিযোগ, ‘সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে কোভিড ডেটা এন্ট্রি বন্ধ করে রেখেছে। ‘আপনার স্বাস্থ্য’ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের চরম গাফিলতি চলছে।’

এই প্রসঙ্গে শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল শেষে হাজরা মোড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘কে কী বললেন, তার জবাব আমরা দিতে বাধ্য নই। কেন্দ্রীয় সরকারই জানে আমরা কী করছি।’ তিনি

আরও জানান, ‘কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে আমি নিজে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে টিউবারকিউলোসিস ও রুবেলা প্রতিরোধে রাজ্যের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছে কেন্দ্র। কোভিড নিয়েও আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা হয়তো এগুলো জানেন না বা জানতে চান না।’ যদিও বিরোধী দলনেতার স্পষ্ট অভিযোগ কোভিড পোর্টাল নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই চন্দ্রিমা সাফ জানান, ‘স্বাস্থ্য রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়। কেন্দ্রকে জানাতে আমরা বাধ্য নই। আমরা চালু রাখব না বন্ধ করব, তা নিজেদের সিদ্ধান্তে করব।’ তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিরোধী দলেনেতার অভিযোগকে মজবুত করবে কিনা তা সময় বলবে।

বেহাল জগদ্দলের নতুনগ্রাম রোড

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নতুন গ্রাম রোড। বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হওয়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনস্থ এই গুরুত্বপূর্ণ রোডের নতুনগ্রাম বাজার থেকে উচ্ছেগড় মোড় এবং নতুনগ্রাম মোড় থেকে সতীন সেন নগর পর্যন্ত রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। রাস্তার মাঝে গজিয়ে ওঠা গর্তগুলো মরণ ফাঁদের আকার নিয়েছে। একদিকে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, অন্যদিকে ইস্ট কাপ্তে পাড়া রোডের সংযোগকারী। ইস্ট কাপ্তে রোড আবার নিউ কর্ড রোডের সংযোগকারী। অভিযোগ, বৃষ্টিতে রাস্তা প্রচন্ড পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় বাইক কিংবা সাইকেল আরোহীরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। কখনও অটো কিংবা টোটোর চাকা কাঁদায় আটকে যাচ্ছে। এবিষয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, ‘শুধু নতুনগ্রাম রোড নয়, পুরসভার অনেক রাস্তাই খারাপ। বেহাল রাস্তাগুলোর এস্টিমেট হয়ে গেছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই রাস্তাগুলোর সংস্কার করা হবে।’

মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপি নেতাদের কু-কথার প্রতিবাদে মিছিল তৃণমূল মহিলা শাখার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিজেপি নেতাদের মন্তব্যের প্রতিবাদে শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় পথে নামলেন তৃণমূল মহিলা শাখার সদস্যারা। আয়োজন করা হয় এক মিছিলের। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মালা রায়, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্মিতা বক্সি-সহ নেত্রীবৃন্দ। মিছিলে অন্তত ১২ জন দলের বর্ষীয়ান নেত্রীকে দেখা যায় হাতে বড় প্লাস্টিকের ব্যানার নিয়ে এই মিছিলে অংশ নিতে। ব্যানারে লেখা ‘আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারীদের শেষ দেখা দেখে ছাড়ব।’ মিছিল করার সময় স্লোগান ওঠে,‘আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারীদের মানব না।’ একসঙ্গে দেওয়া হয় ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিও।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে মোদি এবং তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তারই রেশ ধরে বিজেপি নেতা-সমর্থকদের অনেকেই সে সময়ে সভায়, সামাজিক মাধ্যমে দীপক ঘোষের লেখা বইতে উল্লেখিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরেন। এতে আমজনতার কাছে ‘মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত’ হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের এক বিশেষ অংশ। এই ঘটার প্রতিবাদেই এ দিন মিছিল করে তৃণমূলের মহিলারা।

এই নিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘যদিও বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আমরা বিশ্বাস রাখি যাঁরা নেত্রীকে নিয়ে নোংরামি করেছেন আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এ ধরনের কুৎসায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। সে কারণেই ক্ষোভে ও দুঃখে বাংলার মেয়েরা আজ পথে নেমেছিল। এই স্বল্প সময়ে যে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে বিজেপিকে বার্তা দেওয়া গিয়েছে, নেত্রীকে নিয়ে কোনও কুৎসা কোনও অপপ্রচার বাংলার মা-বোনেরা মেনে নেবেন না।’ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ‘বিজেপি এমন একটা দল, যেখানে মেয়েদের অপমান করলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বরং যারা ধর্ষণ করে, নারী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের গলায় মালা পরিয়ে সম্মান দেখানো হয়। বিজেপি মুখে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’-এর কথা বলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা মহিলাদের কুরুচিকর আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।’

বকেয়া ডিএ নির্ণয়ে প্রযুক্তি-নির্ভর তদ্বির নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্ট ডিএ মামলায় অন্তরবর্তী আদেশ দিয়েছিল, এবার সেই বকেয়া ডিএ পরিশোধে প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি আনছে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৬ সপ্তাহে রাজ্য সরকারকে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিতে হবে। আর কর্মী ভিত্তিক প্রতি কর্মচারির কত বকেয়া ডিএ বাকি, সেই অঙ্ক সহজে নির্ণয় করতেই এই পদ্ধতি বলে নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রযুক্তিনির্ভর যে নতুন পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে ডিএ পরিশোধে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় থাকে। যদিও এই পদ্ধতির জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। রাজ্যের সরকারি কর্মীদের ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে চাকরি জীবনের সব তথ্য রাজ্যের নির্দিষ্ট পোর্টালে জমা দিতে হবে। রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও এই তথ্য অনলাইনে জমা দেবেন। এছাড়াও রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর, সরকার অনুমোদিত ও সরকারি পৃষ্ঠেপোষকতায় চলা সংস্থা, সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি-কে তথ্য আপলোডের নির্দেশ পাঠানো হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে হিসেব করে অর্থ দপ্তর সুপ্রিম কোর্টে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে। অর্থ দপ্তরের আশা, কোন কর্মচারি, কত বকেয়া পাবেন তা সঠিকভাবে জানা যাবে এবং আদালতের রিপোর্টও সময়মতো জমা দেওয়া যাবে। সেটা নিশ্চিত করবে এই নতুন প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি। এই উদ্যোগে সরকারি কর্মীদের মধ্যে আশার আলো জাগলেও, সরকার বাস্তবে কতটা কার্যকরভাবে উদ্যোগটি সম্পন্ন করবে, তা নিয়ে এখনও সব কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ রয়েই গিয়েছে।

উধাও পণ্যবাহী মিনি ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনবহুল সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের কাছে বিটি রোডের ধারে রয়েছে পণ্যবাহী গাড়ির স্ট্যান্ড। ওই স্ট্যান্ডে ব্যবসায়ীরা তাদের ভাড়া খাটানোর গাড়িগুলো পার্কিং করে রাখেন। অভিযোগ, জনবহুল ওই গ্যারেজ থেকে রাতের অন্ধকারে পণ্যবাহী একটি ট্রাক উধাও হয়ে গিয়েছে। মিনি ট্রাক চুরির সেই দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে। প্রসঙ্গত, ছয় মাস আগে ঠিক একই জায়গা থেকে আরেকটি গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ফের আরেকটা গাড়ি চুরি হওয়ায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা। খোয়া যাওয়া গাড়ির মালিক সুদীপ পাল জানান, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে মাথায় টুপি আর মুখে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা একজন লোক রাত ২-১০ মিনিট নাগাদ ম্যাটাডোরটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। গাড়ির মালিক খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ট্রাক চুরির ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

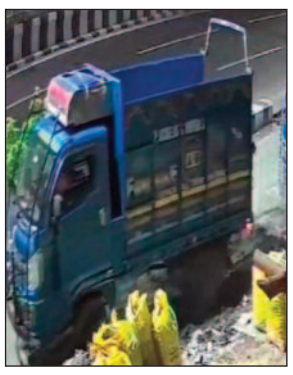

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে ধরনায় বসে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বঞ্চনা, ধৃত জুনিয়র ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস। ধৃত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এক পিজিটি ইন্টার্ন। অভিযোগ, সমস্যার শুরু বিয়ের প্রস্তাব দিতেই। বিয়ের কথা শুনে বেঁকে বসেন যুবক। এরপর আর উপায় না পেয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ জানান যুবতী। এরপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাস থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাটুলি মহিলা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা মেডিক্যালে পিজিটি ইন্টার্ন হিসাবে কর্মরত ধৃত ওই যুবক আদতে মালদার বাসিন্দা। মাস তিনেক আগে অভিযোগকারী যুবতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যুবতী অন্য পেশার সঙ্গে জড়িত। তিনিও কলকাতার বাসিন্দা নন বলেই জানা গিয়েছে। যুবতীর অভিযোগ, পরিচয়ের পর ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাঁদের। একাধিকবার তাঁরা দেখাও করেন। বিয়ের কথা বলে ওই পিজিটি ইন্টার্ন একাধিকবার সহবাস করেছেন। এরই পাশাপাশি পুলিশের কাছে নির্যাতিতার দাবি, তিনি বিয়ের কথা বলতেই বেঁকে বসেন অভিযুক্ত। তারপর থেকে যুবক দূরত্ব বাড়ান বলেও দাবি করেন তিনি। অবশেষে যুবতী অভিযোগ জানান থানায়। এরপরই এফআইআর দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন অভিযুক্ত পিজিটি ইন্টার্ন ডাক্তার।

টিটাগড়ে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ১: শুক্রবার সাত সকালে মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। টিটাগড় স্টেশন সংলগ্ন বাজার মোড়ের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি মালবোঝাই ট্রাক কলকাতার দিক থেকে দ্রুত বেগে ব্যারাকপুরের দিকে যাচ্ছিল। রাস্তা পারাপার করার সময় ট্রাকটি একজন পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই পথচারী। তাঁকে তৎক্ষনাৎ ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রেড রোডে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইদের জমায়েতের কারণে রেড রোড-সহ শহরের বেশ কিছু রাস্তায় শুক্রবারের পর শনিবারও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। প্রতিবারের মত এবারও ইদের মূল জমায়েত হবে রেড রোডে। সেই কারণে শনিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত রেড রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পার্শ্ববর্তী কিছু রাস্তায়ও যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিশেষ করে ময়দানের দিক থেকে আসা ও যাওয়ার গাড়িগুলিকে অন্য রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ, মহেশতলা, টালিগঞ্জ, চিৎপুর, শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, বউবাজার, শিয়ালদা এলাকায়ও সকাল ৪টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে অন্য কয়েকটি রাস্তায় রুট পরিবর্তন বা সাময়িক যানবাহন বন্ধ রাখা হতে পারে। গার্ডেনরিচ ও বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু সময়ে পণ্যবাহী গাড়িও নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

‘তোলা’ আদায় বিধায়কের! মেয়রকে অভিযোগ কাউন্সিলরের: কলকাতা পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ কুমার সিনহা সেই ওয়ার্ডেরই প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিধায়ক স্মিতা বক্সী এবং তার স্বামী সঞ্জয় বক্সীর বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার এবং অবৈধভাবে অর্থ চাওয়ার অভিযোগ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে রাজেশ কুমার সিনহা বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে তিনি জানান। এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দার কাছে বাড়ি মেরামতির কাজ চলাকালীন সঞ্জয় বক্সী ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, স্মিতা বক্সী পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে প্রায় ফোন করে সেই ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণের মিথ্যে অভিযোগ করেন বলেও রাজেশ বাবু তার অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন।

স্বামীর প্রেমিকাকে হাতেনাতে ধরে বেধড়ক মার গোয়েন্দা স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ্য রাস্তায় দুই মহিলার মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজেনা ছড়ায় বাঁশদ্রোণীতে। অভিযোগ, মারধর এমন পর্যায় যায় যে, এক মহিলা অপরজনের পোশাক ছিঁড়ে দেন। তবে অপরজনও ছেড়ে কথা বলেননি একেবারেই। পালটা দেন তিনিও। এরপর রাতেই দু’তরফেই বাঁশদ্রোণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সূত্রের খবর, পাশের বাড়ির এক মহিলা সম্পর্কে যাকে বউদি বলে অভিহিত করতেন তাঁরই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বামী। আর স্ত্রী তা টের পেতেই অশান্তি শুরু হয় পরিবারে। এরপর বৃহস্পতিবার দু’জনকে হাতেনাতে ধরতে গাড়ির পিছনে ধাওয়া করেন ওই গৃহবধূ। গাড়ি থেকে নামতেই স্বামীর প্রেমিকার সঙ্গে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়ান ওই বধূ। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁশদ্রোণী থানা এলাকার আনন্দপুরের বাসিন্দা ওই যুবক। পেশায় অ্যাপ ক্যাব চালক। স্ত্রী ও মাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। তবে এরই মাঝে যুবকের পরকীয়ার কথা বুঝতে পারেন স্ত্রী।

বাঁশদ্রোণী

বৃহস্পতিবার রাতে প্রেমিকের ক্যাবে বাড়ি ফিরছেন সে খবরও কোনও ভাবে পৌঁছে যায় ওই গৃহবধূর কানে। এরপরই ভাইয়ের বাইকে চেপে স্বামী ও তাঁর প্রেমিকাকে ধাওয়া করেন। পাড়ার মোড়ে মহিলা গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে পাকড়াও করেন প্রেমিকের স্ত্রী। তারপর শুরু হয় হাতাহাতি। ঘটনা গড়ায় থানা পুলিশে।

বাখরাহাটে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনা, আহত ২০: ফের পথদুর্ঘটনা। সেই হার না মানা মনোভাব দুই চালকের। তারই জেরে উধাও ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’-এর বার্তা। আর তারই জেরে শুক্রবার দুর্ঘটনা ঘটে গেল বাখরাহাটে। এখানেই এক যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। এঁদের মধ্যে ১০ জনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় বলে সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭৫ এবং এস ডি এইট রুটের দুটি বাস রেষারেষি করে বিপজ্জনকভাবে চলছিল। এর একটি বাখরাহাট রোডে পথের ধারে গাছে ধাক্কা মারে। ধাক্কার প্রতিঘাতে বাসটির ভেতর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। যাত্রীরা যে যাঁর আসন থেকে বাসের ভিতরেই এদিক ওদিক ছিটকে পড়েন।

অশনিসংকেত! বৃষ্টির সম্ভাবনা কমছে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গবাসীর জন্য সুখের খবর শোনাতে পারল না আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, ভবিষ্যতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনে কমপক্ষে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা দুর্বল। আর তার জেরে পশ্চিমী গরম হাওয়ায় বাড়বে তাপমাত্রা। ফলে আগামী কয়েকদিন গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া অনুভূত হবে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ১২ জুন পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে ১২ জুনের পর বর্ষার অনুকুল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে শুষ্ক ও গরম হাওয়া অনুভূত হবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বীরভূমে। এর পাশাপাশি অন্যান্য জেলাতেও গরম ও অস্বস্তি থাকবে। তবে আগামী সপ্তাহের বুধ-বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। হাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, শুক্রবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গে ও বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। ফলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বাড়বে তাপমাত্রা। তবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী কয়েক দিনে রয়েছে এই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও।

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে আমরা যে দিশাও দেখাতে পারি, রেপো রেট কমিয়ে তাই জানাল আরবিআই

আমরা জানি এখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা পৃথিবীর চতুর্থ শক্তি। তাই আমাদের দিশা দেখাতে হবে। আর সেই পথেই হাঁটল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। মধ্যবিত্তকে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে একলাফে রেপো রেট অনেকখানি কমিয়ে দিল আরবিআই। শুক্রবার সকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়, রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে। বর্তমান রেপো রেট কমে দাঁড়াল ৫.৫ শতাংশে। তার ফলে কমতে পারে গাড়ি-বাড়ির ইএমআই। শুক্রবার আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, মানিটরি পলিসি কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতভাবেই রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে রেপো রেট। ফলে ঋণগ্রহীতাদের অনেকটা সুরাহা হতে পারে। বিশেষত গৃহ ঋণে বড়সড় স্বস্তি মিলতে পারে। চলতি অর্থবর্ষ মুদ্রাস্ফীতিও কমে ৩.৭ শতাংশে নামতে পারে। যদিও এপ্রিল মাসে অনুমান করা হয়েছিল চলতি অর্থবর্ষে মুদ্রাফীতির হার থাকবে ৪ শতাংশ। প্রসঙ্গত, গত দুই বছর রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছিল আরবিআই। গভর্নর পদ থেকে শক্তিকান্ত দাস অবসর নেওয়ার পর দায়িত্ব নিয়েই গত ফেব্রুয়ারি মাসে ০.২৫ শতাংশ রেপো রেট কমান আরবিআইয়ের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্তের মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ফের ০.২৫ শতাংশ কমানো হয় রেপো রেট। এপ্রিলের পর জুন মাসেও অব্যাহত থাকল রেপো রেট কমানোর ধারা। উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে গত বছর কয়েক দফায় বিপুল হারে রেপো রেট বাড়িয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে রেপো রেট। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে একবারও রেপো রেট বাড়ানো হয়নি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ছবিটা পালটেছে।

শব্দবাণ-২৯৫

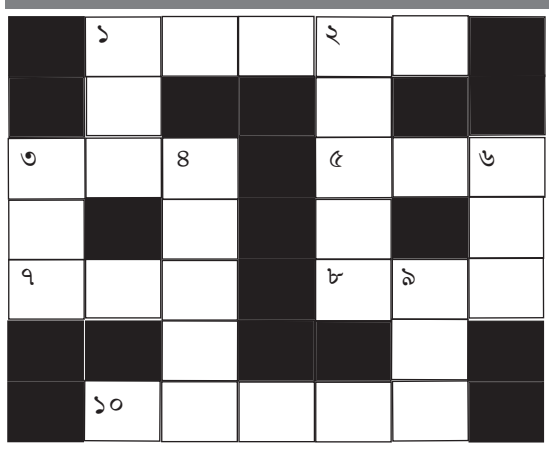

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. (আল.) দায়িত্ব গ্রহণ করা ৩. প্রার্থনা ৫. ভাঁড়, রসিক ৭.সযত্নে পালন ৮. কাব্যে রত্ন ১০. বাগড়া দেওয়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ধার ২. সেই জায়গার ৩. অপরিষ্কৃত ৪. বাঁচাবার উপায়বিশেষ ৬. জিভ আঁচড়ানো ৯. মেয়ে।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯৪

পাশাপাশি: ১. অবয়ব ৩. কলহ ৪. গরজ ৬. লাইন ৯. মামলা ১০. তমস্বান।

উপর-নীচ: ১. অহং ২. বছর ৩. কর্মশালা ৫. জপমালা ৭. ইজ্জত ৮. ধীমান।

জন্মদিন

আজকের দিন

মহেশ ভূপতি

১৯৭৪ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় মহেশ ভূপতির জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক একতা কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীপ দাশগুপ্তর জন্মদিন।*

কিশোরের মর্মান্তিক সুইসাইড নোট
আমাদের তীব্র বিবেক দংশন ও তার বাস্তবতা

স্বপনকুমার মণ্ডল

জীবনের পাঠশালায় কে যে কখন শিক্ষা দিয়ে যায়,তার ইয়ত্তা নেই। শুধু তাই নয়,সেই শিক্ষা যে কীভাবে দিয়ে যাবে,তা আগাম বোঝারও উপায় নেই। সেক্ষেত্রে ছোটদের বড় করে তোলার শিক্ষার আয়োজনের মধ্যে অজান্তেই বড়দের কত ভুল হয়ে যায়,তার পরিচয় পেলেই আমাদের মন সচকিত হয়ে ওঠে । ছোটদের প্রতি ছোট বা সংকীর্ণ দৃষ্টি বা হেয় মানসিকতার সংস্কারাচ্ছন্নতায় ছোটকে বড় করার বাতিকে অজান্তে কত ভুলই হয়ে যায়,তা দুর্ঘটনা ঘটার পরে আমরা জানতে পারি, সম্বিত ফিরে পাই,জেগে ওঠে মেনে নিতে না পারার তীব্র অনুশোচনা ও হৃদয়বিদারক মন খারাপের পদাবলি । পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার গোঁসাইবেড় এলাকার চোদ্দ বছরের কিশোর ক্লাস সেভেনের ছাত্র কৃষ্ণেন্দু দাসের আকস্মিক আত্মহত্যার নেপথ্যে পাঁচ টাকা দামের তিনটি কুড়কুড়ে চিপসের প্যাকেট চুরির মিথ্যা অপবাদ মানতে না পারার কথা তার সুইসাইড নোটে প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রমশ তা জনরোষে ছড়িয়ে পড়ে,গণমাধ্যম থেকে সোস্যাল মিডিয়ায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ইতিমধ্যে ঘটনাটির সিসি টিভির ফুটেজ সামনে এসেছে । তাতে কৃষ্ণেন্দুর কথাই সত্য প্রমাণ করে। দোকানের সামনের সিঁড়িতে পড়ে থাকা চিপসের প্যাকেট সে কুড়িয়ে পায়। প্রথমে স্থানীয় দোকানদার তথা সিভিক কর্মী চুরির অভিযোগে কৃষ্ণেন্দুকে বকাবকি ও কান ধরে ওঠবস করানোর পর তার মা-ও সেই চুরির অভিযোগ শুনে দোকানে গিয়ে লোকের সামনে ছেলেকে চড় মেরে শাসন করেন। অথচ কৃষ্ণেন্দু সেই মিথ্যা অপবাদ সইতে না পেরে সেদিনই অর্থাৎ ১৮ মে রবিবার আগাছানাশক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে, হসপিটালে চিকিৎসা করেও তাকে বাঁচান যায়নি। ২২ মে বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। সে যে মিথ্যা অপবাদের অপমান সহ্য করতে পারেনি, তা তার মর্মান্তিক সুইসাইড নোটেই প্রতীয়মান, 'মা,আমি বলে যাচ্ছি যে আমি কুড়কুড়াটি রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম '। সেটিই 'মা,আমি চুরি করিনি' হয়ে সংবেদনশীল মানুষের কাছে মর্মবাণী হয়ে উঠেছে । কৃষ্ণেন্দুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর স্থানীয়দের মধ্যে জনরোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং সিভিক কর্মীর সেই দোকান ও বাড়িতে সেই রোষ আঘাত হানে। সোস্যাল মিডিয়াতেও নিরাপরাধ কিশোরের আত্মহত্যায় মিথ্যা অপবাদের জন্য দোকানদার সিভিক কর্মীর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার প্রতিবাদ উঠে আসে। আর সেখানেই 'মা,আমি চুরি করিনি'র হৃদয় মোচড়ানো আর্তি নীরবে সরবতা লাভ করে ।

আসলে ছোটরা বয়সে ছোট হলেও মনে ছোট থাকে না। তাদের মধ্যেও যে মূল্যবোধ থাকতে পারে,বা, তারা নিজের মতো ভাবতে পারে,তা আমরা ভেবে উঠতে পারি না, বা, ভাবতে চাই না। এজন্য ছোটদের কথা শোনা বা তাদের মন বুজে চলার পরিবর্তে বড় করার কৃত্রিম আয়োজনে সবকিছু চাপিয়ে বা আরোপ করার উন্নাসিকতা আমাদের পেয়ে বসে। তাদের বড় করতে গিয়েই তাদের ছোট ভাবার বাতিক উগ্র মূর্তি লাভ করে । সেখানে তাদের মন বোঝার বা বুঝে চলার সদিচ্ছা আমাদের বড় অভাব । আমরা ভাবতেই পারি না তারা নিজেদের মতো অনেক বড় কিছু ভাবতে পারে। শুধু তাই নয়,বড় করার বাতিকে তাদের যেভাবে বড় করে তোলা হয়,তাতে যে মনের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা নিজেদের আরও ছোট বোধ করে,তাও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। সেই বিশ্বাসেই ঘা দিয়েই গতবছর ২০২৪ -এর এই মে মাসেই বীরভূমের লাভপুরের শীতলাগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ঋক বাগদি ক্লাসে স্যারের 'বড় হয়ে কী হতে চাও' প্রশ্নের উত্তরে আমাদের চমকে দিয়েছিল । সে বলেছিল, 'বড় হয়ে বোকা হতে চাই।' তখন ঋক বাগদির কেউ তাকে ঠকালেও সে কাউকে না ঠকানোর জন্য তার বড় হয়ে বোকা হওয়ার কথাটি ভাইরাল হয়ে যায় । এবার কৃষ্ণেন্দু দাসের মর্মান্তিক পরিণতিতে 'মা,আমি চুরি করিনি'র স্বীকারোক্তি আমাদের মনকে শিকার করে নিয়েছে । ছোটদের ছোট চোখে দেখার সংস্কারাচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠার দায় আমাদেরই । সেখানে শিশুর সরল, সত্যবাদী ও সাহসী সত্তাকে অস্বীকার করে বা শিশুমনটিকে হত্যা করে কৃত্রিম ভাবে বড় করে তোলা বা ভাবার সংস্কারের ছানি কেটে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করা জরুরি । তা না হলে দোষারোপ পালা বিস্তার লাভ করলেও আসল সত্যের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে আপাতভাবে মিথ্যা অপবাদের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা সহজ,কিন্তু তার মূলে পৌছানো দুরূহ । কেননা আত্মহত্যা বা মৃত্যুর নিরিখে যা ভাবা হচ্ছে,তা না ঘটলে সেসব কিছুই গুরুত্ব পেত না, মাথাতেই আসত না। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণেন্দু দাস আত্মহত্যা করে সুইসাইড নোট লিখে যা বুঝিয়েছে, সে বেঁচে থাকলে তা কি গুরুত্ব লাভ করত, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায় । ছোটদের খাদ্যলোলুপতা থেকে লোভী মানসিকতার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলার সংযোগে তাদের মিলিয়ে দেখার প্রবণতা আকছার লক্ষ করা যায় । সেখানে আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনায় আসল আঘাত মিথ্যা অপবাদের চেয়েও অবিশ্বাসের তীব্র অস্তিত্ব সংকটে বর্তমান ।

আসলে বিশ্বাসের পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে এলে সম্পর্কের বাঁধন আপনাতেই শিথিল হয়ে পড়ে । সেখানে ছোটদের প্রতি বিশ্বাসের প্রতি তীব্র অনাস্থা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । শিক্ষার আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার কথা বললেও ছোটদের মধ্যে তার উন্মেষ,বিকাশ ও বিস্তারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান । এজন্য ছোটদের আত্মসম্মান গড়ে উঠতে পারে বা তাদেরও সসম্মানে বাঁচার সদিচ্ছা হতে পারে, সেসব নিয়ে আমরা বড় উদাসীন। সেখানে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে নিঃসঙ্গতাও বেড়ে চলে, পারিবারিক সম্পর্কে থেকেও মনের দূরত্ব বেড়ে যায় । এজন্য ছোটদের পাশে বড়দের সংখ্যা বাড়লেও ছোটদের মনের পাশে নিঃসঙ্গতা কমে না,বরং বেড়েই চলে। ছোটদের মনের প্রতি এই উদাসীনতাই তাদের বিশ্বাসের পৃথিবীটা ক্রমশ সংকীর্ণ করে তোলে অবিরত । সেখানে বাইরের লোকের অবিশ্বাস স্বাভাবিক মনে হলেও ঘরের লোকের কাছে থেকে তা প্রত্যাশিত মনে হয় না। ঘরের লোকের বিশ্বাসের ভিতেই ছোটদের বিশ্বাসের পৃথিবী জেগে থাকে অবিরত । সেখানে ঘরের লোকের মনেই সেই অবিশ্বাস দেখা দিলে তাকে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার নিদারুণ কষ্ট আপনাতেই মনকে গ্রাস করে। আসলে বিশ্বাসের অভাবে ঘরে-বাইরের পার্থক্যই শুধু ঘুচে যায় না,ঘরের অবিশ্বাসই আরও বেশি কুরে কুরে খায় ।

সেক্ষেত্রে কৃষ্ণেন্দু দাসের ঘরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আপনজন মাকেই বিশ্বাস করানোর তীব্রতা সহজেই অনুমেয়। ছোটদের সংবেদী চেতনায় বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বালিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। বাইরের লোকের অবিশ্বাসের অন্ত্যজ অন্ধকারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে এসে ঘরের বিশ্বাসের আলোর আশ্রয় ও প্রশ্রয়ই ছোটদের বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনে অপরিহার্য মনে হয় । প্রখর আত্মসম্মানী কিশোর কৃষ্ণেন্দু দাস ফুল হয়ে ফোটার আগে কলিতেই ঝরে যাওয়ার সুইসাইড নোটে সেই ঘরের বিশ্বাসের অভাবের কথা মার মাধ্যমে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

> ছোটদের কথা শোনা বা তাদের মন বুঝে চলার পরিবর্তে বড় করার কৃত্রিম আয়োজনে সবকিছু চাপিয়ে বা আরোপ করার উন্নাসিকতা আমাদের পেয়ে বসে। তাদের বড় করতে গিয়েই তাদের ছোট ভাবার বাতিক উগ্র মূর্তি লাভ করে । সেখানে তাদের মন বোঝার বা বুঝে চলার সদিচ্ছা আমাদের বড় অভাব। আমরা ভাবতেই পারি না তারা নিজেদের মতো অনেক বড় কিছু ভাবতে পারে। শুধু তাই নয়,বড় করার বাতিকে তাদের যেভাবে বড় করে তোলা হয়,তাতে যে মনের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা নিজেদের আরও ছোট বোধ করে,তাও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। সেই বিশ্বাসেই ঘা দিয়েই গতবছর ২০২৪ -এর এই মে মাসেই বীরভূমের লাভপুরের শীতলাগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ঋক বাগদি ক্লাসে স্যারের 'বড় হয়ে কী হতে চাও' প্রশ্নের উত্তরে আমাদের চমকে দিয়েছিল । সে বলেছিল, 'বড় হয়ে বোকা হতে চাই।'

বাংলাদেশে দ্রুত ইউনূস সরকারের পতন জরুরি

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

বাংলাদেশের সাথে পশ্চিম বঙ্গের মানুষের একটা আত্মিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিলো এবং আছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ায় পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা করে মহম্মদ আলি জিন্না । ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত ছিলো ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা। কিন্তু আমাদের উদার পন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কেন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করেনি, আজকের দিনে তা খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আজ চরম সঙ্কটে। কিন্তু ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষে শান্তিতে বসবাস করছে। সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক সহনশীল এবং উদার মানসিকতার মানুষ। তাই ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হলেও এখানে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একই ভাবে বসবাস করার সুযোগ পেতো। কিন্তু আজ বাংলাদেশের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশে যেভাবে নির্যাতিত এবং অত্যাচারিত হচ্ছে, তা কল্পনাতীত। স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান সরকার নিয়মিত ভারত বিদ্বেষী কাজ করে চলেছে। তারা বিনা প্ররোচনায় সীমান্ত এলাকায় গোলা বর্ষন করে অনেক ভারতীয় জওয়ানের প্রাণ নিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছে। কাশ্মীরের একটি অংশ জোর করে দখল করে রেখেছে । দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনার পরেও তা ফেরত দেয়নি পাকিস্তান। বরং কাশ্মীরে লাগাতার জঙ্গি হানা করে চলেছে। আন্তর্জাতিক মহলে তার প্রমাণও ভারত দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান সরকারের, নিজের দেশের উন্নয়নে সেভাবে কোনো কাজ করেনি। তাদের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান অ্যাজেন্ডাই হচ্ছে ভারত বিরোধিতা। তাই ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, পূর্ব বঙ্গের প্রতি পাকিস্তানের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং শেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের আলাদা দেশ পেয়েছে। আর একথা বর্তমান বাংলাদেশের ইউনূস সরকার বাদে সবাই স্বীকার করে যে, তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভারতের ভূমিকার কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরকার সব ভাবে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। এবং ভারতই বিশ্বে প্রথম দেশ, যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো এবং তারপর সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পাকিস্তান ভারতের কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিলো নতুন বাংলাদেশের। এ ইতিহাস সবার জানা। যেটা জানা ছিলো না, তা হলো ভারতের কৃতিত্বকে বাংলাদেশের খাটো করা বা অস্বীকার করা! বর্তমান ইউনূস সরকার ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানের সাথে পুনরায় বন্ধুত্ব তৈরি করতে শুরু করেছে, যাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সেনা ঘাঁটি তৈরি করতে ইউনূস সরকারের সাথে আঁতাঁত তৈরি করতে ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দায়িত্ব নিতে চায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য এশিয়া মহাদেশের উপর খবরদারি করা। শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই দ্বীপের দখল দেয়নি। আর বর্তমানের ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর দশ মাস অতিক্রান্ত। তিনি নিজের উন্নতি ছাড়া দেশের জন্য কিছু করে উঠতে পারেননি। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ইউনূসের বিরুদ্ধে যত দুর্নীতির মামলা ছিলো যেমন, গ্রামীণ ব্যাংকের টাকা তছরুপের মামলা, শ্রমিকদের টাকা মেরে খাওয়ার মামলা, শ্রমিক আদালতে টাকা তছরুপের মামলা ইত্যাদিতে সাজা প্রাপ্ত ছিলো, সেগুলি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তারই নয়, জামাতি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে থাকা মামলাও ক্ষমতায় এসেই তুলে নেওয়া হয়। মহম্মদ ইউনূস প্রকৃত দেশ বিরোধী একজন মানুষ। তার মুক্তিযুদ্ধে কোনো অবদানই ছিলো না। তাই ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে ভারতের সাহায্যে পাওয়া স্বাধীনতার মূল্য তার কাছে কিছুই না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাকে সুদখোর বলে জানে। তার দশ মাসের শাসন কালে বাংলাদেশে যে অশান্তি শুরু হয়েছে, তা তিনি এখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। বহু সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি লুটপাট করতে প্রশ্রয় দিয়েছে এই ইউনূস। ৫ আগষ্টের পর বাংলাদেশের বহু থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে তার শাসন কালে। এখনো পর্যন্ত পুলিশের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না ইউনূস। শহর থেকে গ্রামে, সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ জাগে, মহম্মদ ইউনূস, একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি কেন বাংলাদেশের দায়িত্ব নিতে এলো ! এখন অনেকটাই পরিস্কার হচ্ছে । যেমন তার চীন সফর। বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বিপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া। আমেরিকার ইনটার নেট কোম্পানির সাথে চুক্তি করা ইত্যাদি। এছাড়া যাদের হাত থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ভালোভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশের আমজনতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারী আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করাও মেনে নিতে পারেনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ।

তাই বাংলাদেশ আবার তাদের নিজের মেয়েকে ফেরৎ চায় দেশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। ছাত্র আন্দোলনের যারা বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটিতে ছিলো, তারা এখন সবাই ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়ে গেছে। সাধারণ ভাবেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আবার শেখ হাসিনার ফিরে আসার অপেক্ষায়। ঈর্ষার রাজনীতি, প্রতিহিংসার রাজনীতি কখনো কি দেশের উন্নতি করতে পারে ? তাই আমরা পশ্চিম বঙ্গের মানুষ চাই প্রতিবেশী দেশে দ্রুত শান্তি ফিরে আসুক।

> বর্তমান ইউনূস সরকার ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানের সাথে পুনরায় বন্ধুত্ব তৈরি করতে শুরু করেছে, যাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সেনা ঘাঁটি তৈরি করতে ইউনূস সরকারের সাথে আঁতাঁত তৈরি করতে ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দায়িত্ব নিতে চায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য এশিয়া মহাদেশের উপর খবরদারি করা। শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই দ্বীপের দখল দেয়নি। আর বর্তমানের ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর দশ মাস অতিক্রান্ত। তিনি নিজের উন্নতি ছাড়া দেশের জন্য কিছু করে উঠতে পারেননি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভাঙন পর্যবেক্ষণে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতবেদন, পূর্বস্থলী: শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরৎপুর অঞ্চলের কিশোরীগঞ্জে নদী ভাঙন পর্যবেক্ষণ করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও ছিলেন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, সেচ দপ্তরের জেলার ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লব রায় ও এসডিও শুভম আগরওয়াল।

প্রসঙ্গত, ভাগীরথী নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনও শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘুম ছুটেছে কিশোরীগঞ্জ গ্রামের নদীপাড়ের মানুষজনের। কারণ অন্যান্য বারের থেকে এবার নদী ভাঙনের ব্যাপকতা অনেক বেশি। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামের

বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিবছর ভাঙন হলেও, কোনও দিনই তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়নি। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, ভাগীরথী নদী নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমানা হিসাবে ধরা হয়। এই নদের পূর্ব পাড়ে নদিয়া জেলা এবং পশ্চিম পাড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার অবস্থান।

ভাগীরথী নদীকে সীমানা হিসাবে মানা হলেও দুই জেলার বেশকিছু গ্রামগঞ্জ আছে, যার অবস্থান নিজস্ব জেলার অপর পারে অবস্থিত। কিশোরীগঞ্জ ও মনমোহনপুর এমনই পূর্ব বর্ধমান জেলার পাশাপাশি দু'টি গ্রাম। যার অবস্থান ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ে, অর্থাৎ নদিয়া জেলা সংলগ্ন। তাই বিচ্ছিন্ন গ্রাম দু'টিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ অবহেলিত থেকে গিয়েছে বলে দাবি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে এই গ্রাম দুটো।

সেই সমস্ত ভাঙন এলাকা এদিন পরিদর্শন করে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, দ্রুত কাজ শুরু হবে। যার কারণে ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন, তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কী ভাবে কাজ শুরু করবেন তা দেখতে।

৩৬ ঘণ্টায় বাইক -সহ চোরকে ধরল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বাইক সহ চোরকে ধরল লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ।

চলতি মাসের ৪ তারিখ দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সরপি থেকে নাচন এবং দুর্গাপুর যাওয়ার রাস্তার মাঝে জিরো পয়েন্টের কাছে তপন ঘোষ নামে ঝাঁজড়া গ্রামের এক বাসিন্দা তাঁর বাইক রাস্তার পাশের দাঁড় করিয়ে শৌচকর্মের জন্য জঙ্গলের দিকে যান। শৌচকর্ম সেরে ফিরে এসে দেখেন বাইক উধাও। সঙ্গে সঙ্গেই লাউদোহার ফরিদপুর থানায় অভিযোগ জানান তিনি। ব্যক্তির কাছে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরে তৎপর লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। চলতি মাসের ৫ তারিখ রাতে বীরভূমের মোঃ বাজার থেকে গ্রেপ্তার হয় আরিফ হোসেন নামে এক দুষ্কৃতী।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মুর্শিদাবাদের সাহেবনগর সামশেরগঞ্জের বাসিন্দা আরিফ হোসেন। ধৃত দুষ্কৃতীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতের কাছে ধৃতকে পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়, আদালত ধৃতকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া বাইকটিও। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বাইক চুরিচক্রের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত আছে, এই সমস্ত বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুর থানা এলাকার বউবাজারের সোনার দোকানে সোনার চেইন ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার।

সূত্রের তথ্য অনুযায়ী তদন্তের সময় শ্রীরামপুর জোনের এসআই সুমন্ত নন্দী, এসআই নাজির হোসেন, এসআই বিশ্বজিৎ পালের সমন্বয়ে গঠিত পুলিশ দল হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ২৮ বছরের সুশান্ত দাসকে, হাওড়ায় তার শ্বশুরের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তর কাছ থেকে লুঠ করা সোনার চেন, অপরাধে ব্যবহৃত মোটর সাইকেল এবং ১৮,০০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের শুনানিতে পুলিশকে ভর্ৎসনা চেয়ারপার্সনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলিতে এবার আসলেন কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। তাঁদের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার সহ ৪ সদস্যের মহিলা কমিশনের একটি দল শুক্রবার হুগলির উত্তরপাড়ার গণভবনে সকাল দশটা থেকে শুনানিতে বসেন। এদিন হাওড়া, হুগলি দুই জেলার মহিলাদের ডাকা হয় শুনানিতে। এই মহিলারা আগে সুবিচার না পেয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদেরকে ডাকা হয়। এদিন দূর দূরান্ত গ্রামাঞ্চল থেকে নির্যাতিততা মহিলারা এসেছিলেন এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং সুবিচার পাওয়ার আশায়।

দেখা গেল, শুনানির সময় জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার এক একটা কেস দেখছেন ও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, পুলিশকে ভর্ৎসনা করতে শোনা যায়। অভিযোগ শুনে সঙ্গে সঙ্গে আইনি ব্যাপারটা যতটা সম্ভব সমাধান করা যায় দ্রুত সেই ব্যবস্থা তিনি একের পর এক করলেন। হুগলি জেলার গ্রামীণ পুলিশ এলাকা ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকা থেকে ৩৯ জন অভিযোগকারী সুবিচার পাওয়ার আশায় এসেছিলেন। মোট ৬০ জন অভিযোগকারীর কেস সমাধান করা হয়েছিল। পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা ছাড়াও ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তারা। উত্তরপাড়ার নেতাজি ভবনে এই শুনানি হয়। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার বলেন, 'আমরা অভিযোগকারীদের এখানে ডেকেছি। দেখা যায় তাঁরা এই থানা, ওই থানা ঘুরছেন, দু' বছর ধরে ঘুরছেন কোনও বিচার পাচ্ছেন না, সেইসব কেস আমরা সমাধান করে দিই যতটা পারি। বেশিরভাগ শোনা যায় পুলিশ কেস ডায়েরি নিচ্ছে না, অভিযোগ নিচ্ছে না তখন আমরা যা করার করি। সব রাজ্যেই এটা আছে কমবেশি, পশ্চিমবঙ্গে একটু বেশি দেখা যায়। আমরা সবসময় মহিলাদের পাশে আছি তাঁরা যাতে আর্থিক দিক থেকে সমস্যায় না পড়ে, কোনও বিপদে না পড়ে, তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আমরা ভালো ভাবে দেখছি। আমরা প্রশাসনকে এটা দেখতে বলেছি সবসময়।'

গঙ্গারামপুরে অবসাদে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আত্মহত্যা করতে যাওয়ার ছবি সমাজ মাধ্যমে শেয়ার। তার কিছুক্ষণ পরেই কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী যুবক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের ১৪ নং ওয়ার্ডের বাঁধ মোড় এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সাগর কর্মকার। পরকীয়ায় যুক্ত থাকায় বছরখানেক আগে তাঁর স্ত্রী বাড়ির পাশের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাগর। পরবর্তীতে সাগর কর্মকারের স্ত্রী ফিরে এলেও আর তাঁর সঙ্গে সাংসার করেননি। তারপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সাগর। এরপরেই কীটনাশকের বোতল হাতে নিয়ে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড করে তাঁর স্ত্রীর ভাইয়ের মোবাইলে পাঠায়। তার কিছুক্ষণ পরেই কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সাগর কর্মকার। অন্যদিকে, বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানান।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন : (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রাঃ লিঃ রেজিস্টার্ড ঠিকানা- ১৫, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, দ্বিতীয় ফ্লোর, কক্ষ নং ২, কলকাতা- ৭০০০১৩	**মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রাঃ লিঃ** গোডাউন ঠিকানা- ৫১, জে এন মুখার্জি রোড, ৬৬ সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৬	**মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রাঃ লিঃ** গ্রাউন্ড ফ্লোর, মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডঃ অবনী দত্ত রোড, পোস্ট-বামনগাছি, হাওড়া- ৭১১১০৬

শ্রী পঙ্কজ বেইদ, পিতা- শ্রী কমল বেইদ (জামিনদার), মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডঃ অবনী দত্ত রোড, ৪র্থ ফ্লোর, রুম ৪০২, পোস্ট- বামনগাছি, হাওড়া- ৭১১১০৬	**শ্রীমতী কমলা বেইদ,** পিতা- দুলিচাঁদ দুগার (জামিনদার), মোহিনী অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ ডঃ অবনী দত্ত রোড, ৪র্থ ফ্লোর, রুম ৪০২, পোস্ট-বামনগাছি, হাওড়া- ৭১১১০৬ রেফা. নং- (স্ট্রেস্ক)/(স্ব/২০২৫-২৬/(স্ব/১২৯ তারিখ- ২৭.০৫.২০২৫

লেটার নং. এসএআরবি-এসবি/২০২৫-২০২৬/এসডি/১২৯ তারিখ- ২৭/০৫/২০২৫

প্রিয় মহাশয় / মহাশয়া,

বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রাঃ লিঃ - ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং-৩১৪৯৭০৩১৫১১

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০১/০৭/২০২১ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ১০.০৯.২০২১ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে । কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে,

৮৭৬ বর্গফুট পরিমাপের ভবনের প্রথম ফ্লোরে সমস্ত চিন্হিত অংশ এর সকল এবং নিচের জমির আনুপাতিক এবং অবিভক্ত শেয়ার বা স্বার্থ যার অবস্থান -হাওড়া পৌর কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১০, ডঃ অবনী দত্ত রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া- ৭১১১০৬ **(বন্টন দলিল ৪১৬৪/২০০৫ ঘোষণাপত্রের দলিল ১৬৩২/২০০৭ সহ অনুসারে, বন্ধকদাতা- শ্রী পঙ্কজ বেইদ)-এর অন্তর্গত।**

আমরা এতদ্বারা আবারও আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারিখ: ০৭.০৬.২০২৫, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

শাখা : স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (তারিখ ০৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী)
১	**মেসার্স ইউনিভার্সাল ব্র্যান্ডিং** ১৩/১, গোস্বামী পাড়া রোড, বালি, হাওড়া- ৭১১২০১। **অংশীদার : ১) শ্রী প্রদীপ্ত দেব,** পিতা প্রয়াত প্রদীপ দেব, গঙ্গানগর, মধ্যমগ্রাম। **২) শ্রী অসীম মহাপাত্র,** পিতা প্রদীপ মহাপাত্র, পো এবং গ্রাম : বাঁকড়া, থানা : গোপীবল্লভপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৫০৬। **প্রয়াত অংশদারের আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতা সোমনাথ গোস্বামী : ১) শ্রী মতি মানসী গোস্বামী, ২) শ্রীমতি ডালিয়া ভট্টাচার্য, ৩) শ্রীমতি সানা গোস্বামী, সকলের ঠিকানা :** ১৩/১, গোস্বামী পাড়া রোড, বালি,হাওড়া- ৭১১২০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির এরিয়া পরিমাণ ১২ ছটাক ৩৪ বর্গফুট অর্থাৎ ৫৭৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পাকা ছাদ পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট (একতলা এবং ২য় তলা ৪০০ বর্গফুট প্রতি তলা), অবস্থিত মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪,এলআর দাগ নং ৩৩৭৫২,আরএস দাগ নং ১৩২২২ , আরএস খতিয়ান নং ৪০৩১, এলআর খতিয়ান নং ৯৬১৪, স্থানীয় হাওড়া পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নং ৫৩, হোল্ডিং নং ১৩/১, গোস্বামী পাড়া রোড, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া। **সম্পত্তি সোমনাথ গোস্বামীর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রবীর কুমার গোস্বামীর এজমালি পাঁচিল, দক্ষিণে : দেব কুমার গোস্বামীর এজমালি পাঁচিল, পূর্বে : প্রদ্যুৎ গোস্বামীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া এবং ৭৮ ফুট দীর্ঘ সাধারণ চলার পথ এবং প্রদীপ চক্রবর্তীর সম্পত্তি।	২১.০৩.২০২৫	৩০.০৪.২০২১	**৯৭,৮৫,৬৪৯.০০ টাকা (সাতানব্বই লাখ পঁচাশি হাজার ছশো উনপঞ্চাশ টাকা) ০৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী। বকেয়া পরিমাণ ৫২,৬৬,৭২১.১০ টাকা পুঞ্জিভুত সুদ সহ ৪৫,১৮,৯২৭.৯০ টাকা** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) এবং ১৩(৪) ধারা অধীনে আমাদের পূর্বের ইস্যুকৃত নোটিশগুলি বাতিল এবং/বা প্রত্যাহার করা হল, সংশ্লিষ্ট আইন এবং প্রবিধান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই প্রয়োগ করা হবে।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান -কলকাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী অরিজিৎ মিত্র
প্রযত্নে মহামায়া ল্যাম্প ওয়ার্কস
স্বত্বা : শ্রী অরিজিৎ মিত্র, ৩, প্রিন্স গোলাম মহঃ শাহ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৩

শ্রী অরিজিৎ মিত্র ৫/২৬ আর.পি. কলোনি, টালিগঞ্জ, কলকাতা ৭০০০৩৩	**শ্রী অরিজিৎ মিত্র** মেঘদূত অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এফ২, ২য় তল, দক্ষিণ-পূর্ব দিক, প্রেমিসেস নং-৩৭, নন্দী পাড়া, পোস্ট বাঁশদ্রোণী, থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭০

রেফারেন্স নং SARB/SB/AM/2025-26/145 তারিখ ২৮.০৫.২০২৫

ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

ঋণগ্রহীতা : অরিজিৎ মিত্র (এইচবিএল)

এইচবিএল এ/সি নং-৪১৮৭৪৭৩৫৩৬৬ এবং ৪১৮৭৪৯১০০৬৬

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১১/০৩/২০২৪ তারিখের নোটিশ এবং ১৫/০৪/২০২৪ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা হয়েছিল এবং ১৫/০৭/২০২৪ তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের প্রতি। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

বিক্রয় অধীন সম্পদের তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য় তলে, জি-৩ (চার) তলা বসবাসের ভবন পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন,এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উক্ত ফ্ল্যাটের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৭,নন্দী পাড়া, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৭০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৩ এবং জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর অফিসের অধিক্ষেত্রাধীন, পশ্চিমবঙ্গ, হস্তান্তর দলিল নং ১-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
WEST BENGAL GRAMIN BANK
(A Govt. Enterprise)

বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড,
বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : (০৩৪২) ২৫৬১০১৬ আমাদের ইমেল করুন : burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] পরিশিষ্ট - IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

এতদ্বারা ওয়েস্ট বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ওয়েস্ট বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১	**ঋণগ্রহীতা : কিসমত ভান্ডার, স্বত্বা : জামাল শেখ,** পিতা জব্বর শেখ, সাকিন : গ্রাম : পাইকপাড়া, রসুলপুর,থানা :মেমারি,জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৫১, পশ্চিমবঙ্গ। **জমিনদাতা -১) শেখ আরজিনা,** স্বামী জামাল শেখ, সাকিন : গ্রাম : পাইকপাড়া, রসুলপুর,থানা :মেমারি,জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৫১, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : দলুইবাজার।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পাইকপাড়া, জেএল নং ৩৫, এলআর প্লট নং ২৪০, এলআর খতিয়ান নং ২৪৯, জমির এরিয়া : ৪ শতক, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি শ্রী জামাল শেখ এর নামে। **বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-০৮৬৪- ২০০৯ সালের, এডিএসআর অফিস বর্ধমান। চৌহদ্দি :** পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : রসুলপুর থেকে কুচুট রোড, উত্তরে : খাস ডোবা, দক্ষিণে : অন্যান্যর খালি জমি।	**ক) ০৩.০৬.২০২৫ খ) ৩০.০৩.২০২৪ গ) ২,২০,২৬৭.২৫ টাকা (দুই লাখ কুড়ি হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ০২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** (৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
২	**ঋণগ্রহীতা : দাশু শর্মা ফার্নিচার, স্বত্বা : সুনীল শর্মা,** পিতা প্রয়াত দাশু শর্মা, গ্রাম : দলুইবাজার, পো : রসুলপুর, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৫১, পশ্চিমবঙ্গ । **জামিনদাতা : ১) শ্রীমতি পুতুল শর্মা,** স্বামী সুনীল শর্মা, গ্রাম : দলুইবাজার, পো : রসুলপুর, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৫১, পশ্চিমবঙ্গ । ২) শতদ্রু ঘোষ, গ্রাম : দলুইবাজার, পো : রসুলপুর, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৫১, পশ্চিমবঙ্গ **শাখা :দলুইবাজার।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন তদস্থিত নির্মিত , মৌজা : দলুইবাজার , জেএল নং ৫৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫১৮, এলআর খতিয়ান নং ১০৩৭, জমির এরিয়া : ৪ শতক, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা : মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান , সম্পত্তি শ্রী সুনীল শর্মা, পিতা দাশু শর্মা এর নামে, **বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-১৪৯৫-২০২৩ সালের, তারিখ ২২.০২.২০০৩, এডিএসআর অফিস : মেমারি। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মেন রোড, দক্ষিণে : নানা মাঝি এর ভবন, পূর্বে : গোকুল শর্মার খালি জমি। পশ্চিমে : মধু তারি এর ভবন।	**ক) ০৩.০৬.২০২৫ খ) ০৭.০১.২০২৫ গ)এ. ৪,০৮,০৮১.৭২ টাকা (চার লাখ আট হাজার একাশি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) ২৭.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** (২৮.০২.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) **বি. ২২,০৪৫.০০ টাকা (বাইশ হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) ১৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী** (৩০.১১.২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৩	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অশোক দে,** পিতা দুলাল চন্দ্রদে, ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : সর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ **এবং শ্রীমতি সুপর্ণা দে (সহ ঋণগ্রহীতা -এইচবিএল),** স্বামী অশোক দে, ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : সর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ । **জামিনদাতা : ১) শ্রী চিন্ময় ঘোষ,** পিতা অমরেন্দ্র ঘোষ, গ্রাম : সর, মোড়ল পাড়া, থানা : আউসগ্রাম,জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ, ২) শ্রী কার্তিক রানা , পিতা আনন্দ রানা, গ্রাম : সর, মাঝপাড়া, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮,পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : অভিরামপুর।**	**সম্পত্তি -১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন , মৌজা : সর, জেএল নং ১৪০, এলআর খতিয়ান নং ১২৬৩, দাগ /প্লট নং এলআর ৩৮৬৫, পরিমাণ এরিয়া : ৪ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি অশোক দে ওরফে অশোক চন্দ্র দে, পিতা প্রয়াত দুলাল চন্দ্র দে এর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৩৩৬১-২০১৪ সালের, এডিএসআর অফিস গুসকরা, চৌহদ্দি : পূর্বে : নারায়ণ চন্দ্র ঠাকুর এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রদীপ প্রামাণিকের সম্পত্তি, উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া মাটির পথ, দক্ষিণে : অলোক চন্দ্র দে এর খালি জমি। **সম্পত্তি -২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন, মৌজা : সর, জেএল নং ১৪০,এল আর খতিয়ান নং ১৭২৮, দাগ/প্লট নং : এলআর ১৮৮৮, পরিমাণ এরিয়া ৩.৫০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : ভিটা, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি অশোক দে, পিতা প্রয়াত দুলাল চন্দ্র দে এর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং ০২৯০০৬১০ তারিখ ২৬.০২.২০১৯, এডিএসআর অফিস গুসকরা, চৌহদ্দি : পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং প্রয়াত দুলাল চন্দ্র দে এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : তাপস চ্যাটার্জির খোলা জমি, উত্তরে : অলোক চন্দ্র দে এর খালি জমি, দক্ষিণে : ডোবা।	**ক) ০৩.০৬.২০২৫ খ) ০৮.০১.২০২৫ গ)এ. ২,৯৭,৯৫৯.০০ টাকা (দুই লাখ সাতানব্বই হাজার নশো উনষাট টাকা) ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** (৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং **বি. ৩,৩৬,১৬২.০০ টাকা (তিন লাখ ছত্রিশ হাজার একশ বাষট্টি টাকা) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** (৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৪	**ঋণগ্রহীতা : প্রসূন কুমার দে,** পিতা মানিক চাঁদ দে, ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : দিগনগর, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : শ্রীমতী কাজল রানী দে** স্বামী মানিক চাঁদ দে, গ্রাম এবং পো : দিগনগর, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : অভিরামপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন, মৌজা : দিগনগর, জেএল নং ১৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৬৭, দাগ/প্লট নং ৬২৫৩, পরিমাণ এরিয়া : ২ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : ভিটা,থানা : অউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি শ্রীমতি কাজল রানি দে, স্বামী মানিক চন্দ্র দে এর নামে, **বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৩৬৪-১৯৯৩ সালের। চৌহদ্দি :** পূর্বে : পুকুর,পশ্চিমে : মানিক চাঁদ দে এর সম্পত্তি,উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল রোড, দক্ষিণে : মানিক চাঁদ দে এর সম্পত্তি।	**ক) ০৩.০৬.২০২৫ খ) ০৫.১০.২০২৪ গ) ৩,৬৫,১৫৭.০০ টাকা (তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশ সাতান্ন টাকা) ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** (৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৫	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুপ্রভাত দে,** পিতা শ্রী সুনীল কুমার দে, ঠিকানা: হাউস নং জেএল ৮৫, ঋষি অরবিন্দপল্লি, দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩২০১, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : ১) শ্রীমতি মৌমিতা দে,** স্বামী শ্রী সুপ্রভাত দে, ঠিকানা: হাউস নং জেএল ৮৫, ঋষি অরবিন্দপল্লি, দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩২০১, পশ্চিমবঙ্গ। **২) শ্রী তারাশঙ্কর মুখার্জি,** পিতা সচীন মুখার্জি , ব্লক -পি/১৭, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩২১১, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : রাজবাঁধ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট/ ফ্ল্যাট নং ১বি, পরিমাণ এরিয়া ৯৮০ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ৮৬৬ বর্গফুট ২য় তলে, কেশব কানন, মোট জমির পরিমাণ এরিয়া ৮৪ ডেসিমেল , অবস্থিত প্লট নং ১৯৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৫৩, ৫৮৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৪১৪, ১৪১৫, জেএল নং ৬৫, মৌজা : গোপালপুর, থানা : কাঁকসা, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, সম্পত্তি সুপ্রভাত দে, পিতা সুনীল কুমার দে এর নামে। **বন্ধকদত্ত দলিল নং ৫৯৮৫-২০১২ সালের। চৌহদ্দি :** পূর্বে : সড়ক,পশ্চিমে : প্লট নং ১৯৫২। উত্তরে : প্লট নং ১৯৫২। দক্ষিণে : প্লট নং ১৯৫৬।	**ক) ০৩.০৬.২০২৫ খ) ০৫.১০.২০২৪ গ) ৩,৬৫,১৫৭.০০ টাকা (তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশ সাতান্ন টাকা) ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** (৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

তারিখ : ০৩.০৬.২০২৫ **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : বর্ধমান **ওয়েস্ট বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রীমতী শিল্পী সেন (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত অসিত কুমার সেন-এর) সুবদ্ধিপুর, পো এবং থানা - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪	**শ্রী মন্টু নস্কর (জামিনদাতা) পিতা প্রয়াত নিমাই নস্কর,** বারুইপুর, এস ডি চ্যাটার্জি রোড, (কমলা ক্লাবের নিকট) কলকাতা - ৭০০১৪৪
শ্রী হিমন সেন (প্রয়াত অসিত কুমার সেন-এর আইনি উত্তরাধিকারী) সুবদ্ধিপুর, পো এবং থানা - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪	**শ্রীমতী রূপকথা সেন (প্রয়াত অসিত কুমার সেন-এর আইনি উত্তরাধিকারী)** সুবদ্ধিপুর, পো এবং থানা - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪

রেফারেন্স নং SARB/SB/AM/2025-26/130 তারিখ ২৭.০৫.২০২৫

ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

ঋণগ্রহীতা : প্রয়াত অসিত কুমার সেন এবং শ্রীমতী শিল্পী সেন

এ/সি নং- ৩০৬৯৫৭৪৪১৬১ (হোম লোন)

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৪/০১/২০১৯ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং ০৬/০৭/২০২৩ তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

বিক্রয় অধীন সম্পদের তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং তদস্থিত ৩ তলা নির্মিত ভবন অবস্থিত মৌজা : সুবুদ্ধিপুর, জেএল নং ৩২, আরএস খতিয়ান নং ৭০, খতিয়ান নং ১০৪, সি এম দাগ নং ৪৯৩, তৌজি নং ২৬৮, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সম্পত্তি নথিভুক্ত অসিত কুমার সেন এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৪৬৭-২০০২ সালের, ডিএসআরও আলিপুর, বুক নং ১,ভলু্যম নং ৯১, পৃষ্ঠা ৩৬৩ থেকে ৩৭০।

আমরা আরও আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) সংস্থান সম্পর্কে।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স জেডি কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) ২৫এ কে পি রায় লেন, ৪/৭ শহিদ নগর, কলকাতা-৭০০০৩১	**জহর দাস (অংশীদার তথা ও গ্যারান্টার তথা বন্ধকদাতা)** পিতা- বিষ্ণুপদ দাস, ১৭/২৫ কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩১
বিষ্ণুপদ দাস (অংশীদার ও গ্যারান্টার) পিতা- যোগেশ চন্দ্র দাস, ৫/১০ পূর্বাচল লিংক রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৮	**রাত্রি দাস (বন্ধকদাতা তথা গ্যারান্টার)** পিতা- দিলীপ দাস, 'আদ্রিজা' ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৩১

রেফা. নং- SARB/SB/2025-26/SD/155 তারিখ- ৩০.০৫.২০২৫

প্রিয় মহাশয় / মহাশয়া,

বিষয় : স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অ্যাকাউন্ট : জেডি কনস্ট্রাকশন

এ/সি নং-৩৮৫১৪৬২৪৮০৩ এবং ৪১০৮৯১৩০৩৪০

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৩১/০৫/২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ২১.১০.২০২৪ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে । কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে,

কমবেশি ৮৪০ বর্গফুটের বিল্ট আপ এলাকার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং বি-২ এর সকল, যেখানে দুটি শয়নকক্ষ, একটি লিভিং/ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ সি এবং একটি বারান্দা রয়েছে উপরের তলায় (দ্বিতীয় ফ্লোরে) উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সোজা তিন তলা ভবনটি ডেভেলপারের বরাদ্দের মধ্যে অবস্থিত এবং একই সাথে আনুমানিক ৩টি কাঠা ৮টি ছটাক জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এটির প্রেমিসেস নং ১৭/২৫, কে.পি. রায় লেন, থানা- কসবা এখন গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৩১, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং এর ওয়ার্ড নং ৯২-এ , সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সাধারণ পরিষেবা এবং ব্যয় এবং ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন সহ ।

যে জমিতে ফ্ল্যাটটি নির্মিত হয়েছে তার বিবরণ- প্রায় ৩ কাঠা ৮ ছটাক বা সামান্য কমবেশি জমির পরিমাণ, এবং ঢাকুরিয়া মৌজায় অবস্থিত তিনতলা ভবন, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ৫, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং ২৩০/২৩৩, পরগনা খাসপুর, খতিয়ান নং ৪৬৯ এর সংলগ্ন, যা ১৫১৯ নং অংশ নিয়ে গঠিত, থানা- কসবা এখন গড়িয়া, পৌরসভা প্রেমিসেস নং ১৭/২৫, কে.পি. রায় লেন, কলকাতা- ৭০০০৩১, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং ৯২, পূর্বে আলিপুর বর্তমানে শিয়ালদহে অবস্থিত ডিএসআর অফিসের এখতিয়ারের মধ্যে। জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)।

(দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএসআর- ৩ আলিপুরে নিবন্ধিত শ্রী জহর দাস এবং শ্রীমতী রাত্রি দাসের পক্ষে ২০১৩ সালের আই-০৯৪০৯ নং ডিড অফ কনেভয়েন্স এর আওতায়)

আমরা এতদ্বারা আবারও আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারিখ: ০৭.০৬.২০২৫, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

মালদা মেডিক্যাল কলেজের নতুন ভবন পরিদর্শনে এসে ক্ষুব্ধ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগ তুলে ধমক দিলেন ঠিকাদার সংস্থাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের নতুন ভবন তৈরির ক্ষেত্রে অনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ তিনি। ঘটনায় ঠিকাদার সংস্থাকে ধমক দিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে যেভাবে নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে, তার জেরে রীতিমতো সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, নির্মীয়মাণ ভবনের কাজের ক্ষেত্রে যেখানে যত্রতত্র বড় বড় গর্ত তৈরি করা হয়েছে, সেই সব গর্তে বৃষ্টির জল জমে মশার আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে। ডেঙ্গুর মতো রোগ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ চেয়ারম্যানের। শুক্রবার সকালে মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে বেজায় চটে যান চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এরপর সেই ভবন নির্মাণের ঠিকাদার সংস্থাকে

রীতিমতো চড়া সুরে ধমক দেন তিনি। সাত দিনের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরের নিকাশি ব্যবস্থা সচল করা এবং গর্ত বন্ধ করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন চেয়ারম্যান।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে তৈরি হচ্ছে নির্মীয়মাণ একটি বিল্ডিং। তৈরি করছে এক ঠিকাদার সংস্থা। সেই বিল্ডিং তৈরির জন্য বড় বড় গর্ত করা হয়েছে। কিন্তু গর্তের সেই মাটি বয়ে গিয়ে সমস্ত নিকাশি নালা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বড় বড় গর্তে জল জমে রয়েছে। আর তা থেকেই ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু। এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের সেই জায়গা পরিদর্শনে গিয়ে রীতিমতো এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা মালদা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। প্রথমে ঠিকাদার সংস্থার এক কর্তাকে এই কর্মকাণ্ডের জন্য রীতিমতো ধমক দেন এরপরই ফোনে ওই ঠিকাদার সংস্থার অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কয়েকদিনের সময় বেঁধে দেন কৃষ্ণেন্দু বাবু।

চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, মেডিক্যাল কলেজের এই ভবন তৈরির করার জন্য গর্তের মাটি আশেপাশের নিকাশি-নালায় ফেলে দেওয়ায় চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশী নালা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা কয়েক দিনের সময় দিয়েছি না হলে ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও চেয়ারম্যানের ধমক খেয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে ওই ঠিকাদার সংস্থার কর্মকর্তারা। তারা অবশ্য সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। মালদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সমস্যার বিষয়টি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

খানাকুলে বালি দিয়ে তৈরি হচ্ছিল নদীবাঁধ, ক্ষোভে সংস্কারের কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষা যত এগিয়ে আসছে ততই নদী বাঁধ এলাকার মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে। বাঁধ সংস্কার না হলে বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটচ্ছে গ্রামবাসীরা। এই রকম পরিস্থিতিতে ভাঙা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও তা নিম্নমানের বলে অভিযোগ। নদীর বাঁধ তৈরি হচ্ছে বালি দিয়ে, এবারের ঘটনা খানাকুলের উদনা গ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত মুণ্ডেশ্বরী নদী। ক্ষোভে ওই গ্রামের মানুষ নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ বন্ধ করার পাশাপাশি জেসিবি মেশিন আটকে রেখে দেয়। গ্রামের মানুষের দাবি, নদী বাঁধ শাল, বোল্লা দিয়ে পাথর বা ঝামা দিয়ে বাঁধতে হবে। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় উদনা গ্রামে মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে পড়ে। দুই জায়গায় বিরাট হানা পড়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের ঘর বাড়ি বন্যার জলে প্লাবিত হয়। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ একেবারেই বেহাল হয়ে পড়ে থাকায় এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যায়। জানা গেছে, বাঁধ ভাঙলেই গ্রাম যেমন জলের তলায়

চলে যাবে তেমনি কয়েক একক জমি বালি চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অবিলম্বে মজবুত করে বাঁধ মেরামতি প্রয়োজন। সেই মতো থুতু দিয়ে ছাতু গোলার মতো কাজ শুরু হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই বাঁধ বাধার কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামের মানুষ। ওই গ্রামের বাসিন্দা শেখ ফারুক, মহঃ ইসমাইল, শেখ সৈদুল ইসলামরা বলেন, গ্রামের দুই দিকে নদী গেছে। তাই নদীর বাঁধ মজবুত করে বাধতে হবে। বালি দিয়ে বাঁধ বাধা হচ্ছিল বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেসিবি মেশিন আটকে রাখা হয়েছে। নদীর বাঁধ শাল বোল্লা ও ঝামা দিয়ে বাধতে হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, সব জায়গায় জানানো হয়েছে, তা সত্ত্বেও বালি দিয়ে নদী বাঁধ বাধা হচ্ছিল। সামান্য বৃষ্টি হলেই বাঁধ ধসে যাবে। তাই গ্রামের মানুষ কাজ বন্ধ রেখেছে। খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও সুব্রত সরকার জানান, বিষয়টা জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। অন্যদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, এই সরকার একেবারে অপদার্থ। বিজেপি সরকার আসছে ২০২৬ সালে। তারপর সব দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে।

কিডনি পাচার চক্র: গ্রেপ্তার আইনজীবী, অভিযুক্তর ৮ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কিডনি পাচার চক্রের ঘটনায় এবার গ্রেপ্তার এক আইনজীবী। পুলিশি হেপাজত চেয়ে আইনজীবীকে পাঠানো হল বারাসাত আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত আইনজীবীর নাম প্রদীপ কুমার বর (৩৭)। বাড়ি কলকাতা বাঁশদ্রোণী থানা এলাকায়। এর আগে কিডনি পাচার চক্রে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল অশোকনগর থানার পুলিশ। তাদের জেরা করেই উঠে আসে এই আইনজীবীর নাম। সেইমতো আইনজীবীর বাড়িতে নোটিস দিয়ে ডাকা হয়। এরপরই বৃহস্পতিবারই বিকেল চারটে নাগাদ অশোকনগর থানায় হাজির হন আইনজীবী। রাত তিনটে পর্যন্ত অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ তদন্তকারী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মূলত তিনি প্র্যাকটিস করতেন কলকাতা আলিপুর আদালতে। হাবড়া অশোকনগর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার যে সমস্ত কিডনি পাচার চক্রের ঘটনা ঘটেছে সমস্ত কিছুর এফিডেভিট হয়েছে এই আইনজীবীর হাত ধরে আলিপুর আদালত থেকে। তাতেই সন্দেহ বাধে পুলিশের। তারপরেই তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আইনজীবীর কথায় একাধিক অসংগতি মিলতেই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ আরও জানিয়েছেন, এই চক্রের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ২০১৪ সাল থেকে তিনি কাজ করছেন ৫০০ টাকার এফিডেভিট দশ হাজার টাকা করে নিতেন। এমনটাই উঠে এসেছে পুলিশি জেরায়। মূলত আদালতের ওই কাগজে তিনি উল্লেখ করতেন এই কিডনি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম টাকা লেনদেন নেই বা কোনও ব্রোকার নেই। এই কিডনি পাচার চক্রে প্রথম অবস্থায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের মধ্যে এক মহিলা ও এক পুরুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এই আইনজীবীর নাম উঠে আসে। ৫ অভিযুক্তরা হলেন অমিত জানা, মৌসুমী সরদার, পিয়ালী দে, গৌরাঙ্গ সরদার, বিকাশ ঘোষ ওরফে শীতল। শুক্রবার অভিযুক্ত আইনজীবীকে ৮ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে বারাসাত আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

কাঁকসায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় নির্বাচনে জয়ী ৪৬ তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যজুড়ে সমবায় সমিতিতে তৃণমূলের জয়ের ধারা অব্যাহত। রাজ্যের বিভিন্ন সমবায়ের পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকেও জয়ের ধরা অব্যাহত। গত মাসেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাঁকসার দোমড়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। এবার কাঁকসার রাজবাঁধেও সোনালিকা সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৬টি সিটে জয়লাভ করলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার শেষ দিন। তাই শেষ দিন অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার সকালে সমবায় সমিতি খোলার পরেই জয়ী প্রার্থীরা সমবায় সমিতির সামনে একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন।

সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীরা জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জেরেই বিরোধীরা নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারছে না। কারণ তারা বুঝে গিয়েছেন মানুষ তাদের আর চায় না। রাজ্যের বিরোধী দলগুলির অবস্থা করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে নেতৃত্বের অভাব, অন্যদিকে সংগঠন তেমন মজবুত না থাকায় সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারছে না।

যদিও জয়ী প্রার্থীদের দাবি, বিরোধীদের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু বিরোধী দলের কোনও প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে দেখা যায়নি। ফলে সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর সমবায় সমিতি থেকে ৪৬ জনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই জয়ের ফলে তাঁদের আশা, আগামী ২৬-এর নির্বাচনেও বিরোধীরা কাঁকসার বুকে একটাও ভোট পাবে না। এদিন এলাকায় যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই আগে থেকেই মোতায়েন ছিল কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নীরব প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দোকান ঘর বসানো ও হকার উচ্ছেদ নিয়ে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। বিগত প্রায় ৪৫ বছর ধরে বসিরহাট পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের বিবি বোস রোডের কদমতলায় সরকারি ড্রেনের উপর অস্থায়ী দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ কিছু হকাররা। কারো রয়েছে চায়ের দোকান, কেউ আবার সাইকেল রিপেয়ার করেন আবার কেউ সকাল-বিকালে জলখাবার বিক্রি করে সংসার গুজরান করেন। প্রায় চার যুগ ধরে একপ্রকার বংশ পরম্পরায় দোকান চালিয়ে আসছেন তারা। তাদের পুরো সংসারই চলে এই দোকান থেকে হওয়া উপার্জনে। অভিযোগ, হঠাৎ পিডব্লুডি'র পক্ষ থেকে ওই দোকানগুলিতে নোটিস দেওয়া হয় এবং ওই এলাকা খালি করতে বলা হয়। তারপরেই এক অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন বসিরহাটের কদমতলা এলাকার ব্যবসায়ীরা। মহিলা ও পুরুষ সহ প্রচুর হকাররা নীরবভাবে রীতিমতো হাতে খালি থালা নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রদর্শন করলেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুপ্রিয়া সর্দার অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূল চালিত বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী তাদেরকে সেখানে ঘর করে ব্যবসা চালিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর আমাদের কাছে টাকা দাবি করেন। আমরা দিন আনি দিন খাওয়া লোক। আমরা তার দাবি মতো টাকা দিতে না পারায় চক্রান্ত করে পিডব্লুডিকে দিয়ে আমাদেরকে উচ্ছেদের নোটিস ধরানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মণিকা সোম গোলদারের আইনজীবী অরিন্দম গোলদার বলেন, ২০২৪ এর ২৮ ডিসেম্বর বসিরহাট পুরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী ওই ৭টি অবৈধ দোকানের উচ্ছেদের নোটিস পাঠান। সেইমতো ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মণিকা সোম গোলদার পুরসভার

আইন মেনে তাদেরকে উচ্ছেদের কথা বলেন। পাশাপাশি বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে সেই নোটিস ফরোয়ার্ড করা হয়। আইনের উর্ধ্বে আমরা কেউ নই। আইন মেনে কাজ না করলে সে ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করা হবে। পাশাপাশি যে অভিযোগগুলি আনা হচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও সাজিয়ে বানানো হচ্ছে। আমার ওয়ার্ডের সবাই আমার সহ নাগরিক। আমরা তাদের পুনর্বাসন দিতে বদ্ধপরিকর। কেউ রুজি রোজগার হারাক সেটা আমরা চাই না। সরকার সরকারের কাজ করছে। অন্যদিকে এক ব্যবসায়ী তুফান মণ্ডল বলেন, ওখানে আমার জায়গা ছিল। আমি অস্থায়ী ভাবে দোকান চালাতাম। আমাকে ঘর দেওয়া হবে বলে ১ লক্ষ ২৫ চাওয়া হয়েছিল। সেই টাকা দিতে না পারায় আমি ঘর পাইনি। এখন প্রশ্ন উঠছে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন তারা নিজেদেরকে তৃণমূলের কর্মী তথা সমর্থক বলে দাবি করছেন। অপরদিকে রয়েছে তৃণমূলেরই কাউন্সিলর। তাহলে হকার উচ্ছেদকে ঘিরে শহর বসিরহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কি প্রকাশ্যে এল? প্রশ্ন তুলছে ওয়াকিবহাল মহল।

পথদুর্ঘটনা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক সরব হতেই নড়েচড়ে বসল আরামবাগ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের মেন রাস্তার দু'পাশে অবৈধভাবে নির্মাণ সামগ্রী রাখা, ফুটপাত দখল করে ব্যবসা ও অবৈধ পার্কিং নিয়ে এবার সরব হলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তিনি রীতিমতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনা করেন। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আরামবাগ সাবডিভিসন এলাকায় পরপর পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন। কেউ বা সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ শুধুমাত্র প্রচারেই দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হলেই দুর্ঘটনা কমবে। কিন্তু তারা সক্রিয় নয়। জানা গেছে, গৌরহাটি মোড় থেকে পল্লিশ্রী মোড় পর্যন্ত ছোট থেকে বড় ধরনের পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষের দাবি, রাস্তার দু'পাশে অবৈধভাবে নির্মাণ সামগ্রী, বাইক, টোটো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভারী যানকে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা হচ্ছে। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা ও অবৈধভাবে পার্কিং -এর জন্য বাড়ছে দুর্ঘটনা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার আরামবাগের গৌরহাটি মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে ২ বছরের এক শিশুর। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক। এরপরেই নড়েচড়ে বসে আরামবাগের পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার পথ দুর্ঘটনা কমাতে এবং অবৈধ পার্কিং -এর পাশাপাশি টোটো ও অটোর চালকদের উদ্দেশ্য শুক্রবার জরুরি মাইকিং প্রচার করে আরামবাগ থানার পুলিশ। আইন না মানলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সাপের কামড়ে মৃত্যু নবম শ্রেণির ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বাড়িতে ঘুমনোর সময় বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর। মৃত ওই ছাত্রীটির নাম পদ্মা গোপ (১৫)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত মানমি গ্রামে। সে মৌতড় মানদা সুন্দরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছাত্রীটি অন্যান্য দিনের মতো নিজেদের বাড়িতেই ঘুমিয়েছিল। শুক্রবার সকালে তার হাতে সাপের কামড়ের দাগ দেখেন পরিবারের সদস্যরা। ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হতে থাকায় পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। চিকিৎসা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার ওই হাসপাতালে মৃত্যু হয়। শুক্রবার বিকেল রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

রেলের জায়গায় দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা সংস্কারের ইচ্ছাপ্রকাশে চিঠি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর স্টেশনের উত্তর কেবিন গোড়া থেকে হাতিপুল পর্যন্ত প্রায় হাফ কিলোমিটার রেললাইনের ধার বরাবর বেহাল রাস্তা সংস্কারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক। রাস্তাটি যেহেতু রেলের জায়গায় রয়েছে, তাই রেলের অনুমতি চেয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন। অনুমতি মিললেই তিনি ওই রাস্তায় চলাচলের উপযুক্ত করে তুলবেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

রাস্তাটি হলে বাঁকুড়া-আরামবাগ রাজ্য সড়ক থেকে সহজেই বিষ্ণুপুর স্টেশনে যাতায়াত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বিষ্ণুপুর পুর শহরের মাধবগঞ্জ, তেজপাল, গোপালপুর ছাড়াও দ্বারিকা, অবন্তিকা, জয়কৃষ্ণপুর সহ চার-পাঁচটি গ্রামের মানুষ শটকার্ট ওই রাস্তা দিয়ে বিষ্ণুপুর স্টেশনে যাতায়াত করেন। দশকের পর দশক ধরে স্থানীয় মানুষজন বেহাল রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন।

বর্ষাকালে রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমে যাওয়ায় চলাচল করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তখন ঘুরপথে শহরের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। রেল এই রাস্তা মেরামতের জন্য কোনও দিনই গুরুত্ব দেয়নি। রেলের জায়গা হওয়ায় রাজ্য সরকারও তাতে হাত দিতে পারেনি। তবে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে ওই রাস্তা মেরামতি করার পরিকল্পনা করেছেন বিধায়ক। সেজন্য রেলের অনুমতি চেয়ে রেলকে চিঠি পাঠান তিনি।

সাধারণ মানুষের দাবি, রেলের এলাকায় রাস্তা রেল সংস্কার করে দিচ্ছে না। রেল যদি না পারে বিধায়ককে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। রেল পারমিশন দিলেই বিধায়ক রাস্তা করে দেবেন, তাতে সাধারণ মানুষের উপকার হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ সাংবাদিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন জেলার সাংবাদিকদের। ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন পোর্টাল সাংবাদিক এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা হুগলির উত্তরপাড়া পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় গাছ পুঁতলেন। গাছ লাগানো হল উত্তরপাড়ার ঐতিহ্য জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির মাঠে, এছাড়া উত্তরপাড়ার পার্শ্ববর্তী ডানকুনি ও চণ্ডীতলা থানা সংলগ্ন এলাকাতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয়। সাংবাদিকদের এই কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রেরণা দিতে জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির মাঠে উপস্থিত হন উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব।

গ্রেপ্তার ২ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: মসলন্দপুর থেকে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার দুই মহিলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতরা হলেন সেলিনা বিবি এবং নাজমা বিবি, দু'জনেই বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই মহিলা গোবরডাঙা থানার মসলন্দপুর এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন তখনই সন্দেহজনকভাবে পুলিশ দুই মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তারা জানান বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে এসেছেন এবং তারা কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। গোবরডাঙা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে বারাসাত আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে আবেদন করা হয়।

আম-কাঁঠালের প্রেমে ৪ হাতি, সমস্যায় গ্রামবাসীরা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: হাতি নিয়ে ফের সমস্যা জটিল হচ্ছে বাঁকুড়ার শিল্পশহর বড়জোড়ার দক্ষিণ সরাগাড়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায়। পাকা আম ও কাঁঠাল খেতে হাতির দল প্রায় প্রতিদিন হানা দিচ্ছে এলাকার বাগানগুলিতে। এতেই চরম সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসীরা।

এই এলাকায় প্রচুর আম ও কাঁঠাল গাছ রয়েছে। এবার আম ও কাঁঠালের ফলন ভালো হয়েছে। এই এলাকার অধিকাংশ গাছ পাকা আম ও কাঁঠালে ভরে রয়েছে। চাষিরা এবার লাভের আশা করেছিলেন। প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, সুশান্ত দে, দীনবন্ধু কুণ্ডু ও নয়ন দে সহ গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, আম পাকার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন বিকেল হলেই ৪টি হাতি চলে আসে

গ্রামে আম খেতে। গোটা সাতেক আম গাছ আছে আমতলায়। আমের প্রেমে পড়েছে হাতি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বাঁকুড়া (উত্তর) বনবিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের সংগ্রামপুর বিটের তিনের মাইল জঙ্গল থেকে একটি দাঁতাল হাতি ('চেন বাঁধা') প্রতিদিন বিকেলে দক্ষিণ সরাগাড়া গ্রামে এসে নিয়ম করে আম খেয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ সরাগাড়া গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ কুণ্ডু ও সতীশ কুন্ডুর বক্তব্য, চারটি দলছুট হাতি রয়েছে। এই হাতিগুলি মেদিনীপুর ফিরে যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুর থেকে ফের চলে আসে এখানে। এখন পাকা আম ঝরে পড়ছে। এখানে শ্যামপুর, ডকাইসিনিতে আম ও কাঁঠালের বাগান রয়েছে। সেখানে প্রচুর পাকা আম এবং কাঁঠাল রয়েছে। তাই এরা প্রতিদিন চলে আসছে। ওদের দাপটে এই এলাকার চাষ প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। সবজি ও ফসল খেয়ে ও মাড়িয়ে তছনছ করে দিচ্ছে। এখন ওরা আম গাছতলার হানা দিচ্ছে। রোজ বিকেলে আমতলায় আসবেই ওরা। এমনকি লোকালয়েও ঢুকে পড়ছে। এতে আতঙ্ক বাড়ছে।

হাতি নিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে গানে গানে প্রচার চালাচ্ছে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের প্রায় ৪৫ জন শিল্পীকে একাজে লাগিয়েছে। গ্রামবাসীদের এক্ষেত্রে কী করা দরকার তা বোঝাতে দেখা যায়। বড় ধরনের ক্ষতি যাতে না হয় সে বিষয়েই সতর্ক করছে তারা।

অন্যদিকে সংগ্রামপুর বিট অফিসার জয়ন্ত ঘোষ জানান, হাতিদের এখন খাবারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। জমিতে তেমন ফসল নেই। তাই খাবার না পেয়ে আম খেয়েই পেট ভরাতে হচ্ছে। আম কাঁঠাল এখন তাদের প্রিয় হয়ে গিয়েছে। তবে হাতি মিষ্টি পাকা আম ছাড়া খায় না। আম টক হলে তারা মুখেই তুলবে না। এখন ঝড়বৃষ্টিতে ও অতিরিক্ত পেকে আম ঝরে পড়ছে। তাই ওদের হানা বেড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাত থেকে চারটি হাতি দক্ষিণ সরাগাড়ায় রয়েছে। হুলা দলের সদস্যরা হাতিগুলির ওপর নজর রেখেছেন। ওরা যাতে গ্রামে না ঢুকে পড়ে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে, কোনও অবস্থায় যেন ক্ষয়ক্ষতি না-হয়। একটা হাতির জন্য দিনে প্রায় এক কুইন্ট্যাল খাবার দরকার।

ডিজিপি বৃদ্ধির হার আপাতত অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

মুম্বই, ৬ জুন: দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসে বদল আনল না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মুদ্রানীতি কমিটি।

২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ রেখেছে আরবিআই। ৪ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত চলে আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকের পর শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। চলতি অর্থবর্ষে মুদ্রানীতি কমিটির প্রথম বৈঠকেই এই হারের কথা জানিয়েছিল আরবিআই। দ্বিতীয় বৈঠকের পরেও তা অপরিবর্তিত থাকল।

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির হারে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ, ৬.৬ শতাংশ এবং ৬.৩ শতাংশ।

কেন জিডিপি বৃদ্ধির হারে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি, তা-ও জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ব বাণিজ্যে টালমাটাল পরিস্থিতি, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকির মতো একাধিক বিষয় বিবেচনা করেই জিডিপি বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুদ্রানীতি কমিটি। যদিও তিনি জানিয়েছেন, দেশের শিল্পের পরিস্থিতি চাঙ্গা হচ্ছে। এ বছর মে মাসে একাধিক সেক্টরে বৃদ্ধির মোমেন্টাম ফিরেছে।

চলতি অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি নিয়েও আশাবাদী আরবিআই গভর্নর। তিনি জানিয়েছেন, গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ধারাবাহিক রয়েছে। শহরাঞ্চলেও চাহিদা বাড়ছে। একাধিক ইতিবাচক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরিস্থিতি নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি আরবিআই। সে জন্যই জিডিপি বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসে বদল আনা হয়নি। এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা ঘোষণা করা হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে।

চারধাম যাত্রার শুরুতেই মৃত্যু ৮৩ পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ৬ জুন: চারধাম যাত্রা শুরু হওয়ার পরই একের পর এক পুণ্যার্থীর মৃত্যুর খবর আসতে শুরু করেছে। গত এক মাসে মৃত্যু হয়েছে ৮৩ পুণ্যার্থীর। ৩০ এপ্রিল যাত্রা শুরু হওয়ার পর জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতদের মধ্যে বেশির ভাগই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আবার কারও কারও মৃত্যু হয়েছে 'হাই অলটিটিউড সিকনেস'-এর কারণে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কেদারনাথে যাওয়ার পথে পুণ্যার্থীর মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এই যাত্রাপথে। বদরীনাথে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের, গঙ্গোত্রীতে ১৫ এবং যমুনোত্রীতে ১৩ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত উচ্চতার কারণে কম অক্সিজেন, দীর্ঘ পাহাড়ি পথ চলার কারণে আচমকা হৃদযন্ত্রে সমস্যা ইত্যাদি কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কারও কারও সে ক্ষেত্রে মৃত্যুও হচ্ছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব আর রাজেশ কুমার বলেন, 'বড় সংখ্যক পুণ্যার্থীকে চিকিৎসা শিবিরগুলিতে মৃত অবস্থাতেই নিয়ে আসা হয়েছে। তবে গত বছরে এই সময়ের মধ্যে যত মৃত্যু হয়েছিল, তার তুলনায় এ বছর সেই সংখ্যাটা কম।'

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK

Tender are invited through online Bid System under following.
1) NIT NO:- 03/BANNYESWAR GP/15TH CFC/2025-26, DATE:-05.06.2025.
The last date for submission of all tender is **12.06.2025 up to 14.00 Hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI
DEVELOPMENT BLOCK

Tender are invited through online Bid System under following.
1) NIT NO:- 02/BANNYESWAR GP/15TH CFC/2025-26, DATE:-05.06.2025. The last date for submission of all tender is **12.06.2025 up to 14.00 Hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **আইডিয়াল মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2000PTC091199)** (**"মালিক"**) স্থাবর সম্পত্তির মালিক, সার্ভে নং ১) ১৮/৫ পরিমাণ ২৩ একর ২৩ একর ৩০ প্রতি, ২) ১৮/৬/এ পরিমাণ ৩৪ একর, ৩) ১৮/৬/বি পরিমাণ ৭২ একর এবং ৩০ প্রতি এবং ৪) ১৯/৭/সি পরিমাণ ১ হেক্টর ৯ একর এবং ৪০ প্রতি, সমুদয় গ্রাম দেবনহাব, খোপলি, পালি রোড, তালুক খালাপুর এবং জেলা : হাইগড় (**"সম্পত্তি"**)।

আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে , মালিকের পক্ষ থেকে আমাদের অবগত করা হয়েছে যে, মূল স্বত্ব দলিল এবং নিম্নোক্ত **তপশিলে** তালিকাভুক্ত নথিগুলি (**"মূল স্বত্ব নথিগুলি"**) স্থানান্তরিত/ হারিয়ে গিয়েছে এবং /বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/ পক্ষ, কোন্য ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, কোম্পানি, ব্যাঙ্ক(গুলি), এবং/বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান(গুলি),নন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান(গুলি), ট্রাস্ট, সংস্থা, ব্যক্তি সংগঠন বা ব্যক্তিদ্বারা গঠিত পরিষদ নথিভুক্ত বা নথিভুক্ত নয়, ঋণদাতা(গণ),বিনিয়োগকারী(গণ), এবং/বা কোনও অন্য কর্তৃপক্ষ মূল স্বত্ব নথি থেকে থাকলে বা অবস্থান জ্ঞাত থাকলে এবং/বা হেফাজতে থাকলে বা অধিকারে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থানান্তরিত/হারিয়ে যাওয়া/ অমিল মূল স্বত্ব নথি অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মূল স্বত্ব নথি হারিয়ে গিয়েছে/স্থানান্তরিত হয়েছে এবং দাবি, কিছু থাকলে তা ত্যাগ বা ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য তপশিল

(মূল স্বত্ব নথির তালিকা)

ক্রম নং	তারিখ	বিবরণ
১	৬ জুলাই ২০০৭	বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস ক্রম নং কে এ জে -৫১৬০-২০০৭ সালের সম্পাদিত দত্তাত্রয় শিবরাম পাতিল এবং নীতীন গোপীনাথ ফাক্কা -এর মধ্যে, সার্ভে নং ১৮/৫।
২	১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭	বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস, ক্রম নং কে এল জে-৭১৩২-২০০৭ সালের সম্পাদিত সাগর উল্লাস ভুরকে এবং নীতীন গোপীনাথ ফাক্কা এর মধ্যে, সার্ভে নং ১৮/৬/এ।
৩	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯	বিক্রয় দলিল সম্পাদিত শ্রীনিবাস চেনসুকা জাখোটিয়া এবং দেবকিষাণ গঙ্গাবিষ্ণু জাখোটিয়া এর মধ্যে বিক্রেতা হিসেবে এবং নীতীন গোপীনাথ ফাক্কা-ক্রেতা হিসেবে, সার্ভে নং ১৮/৬/বি।
৪	১৮ অক্টোবর ১৯৯৯	বিক্রয় দলিল সম্পাদিত (ক) রামবিলাস সীতারাম জাখোটিয়া, (খ) দেবকিসান গঙ্গাবিষ্ণু জাখোটিয়া, (গ) জগদীশপ্রসাদ লক্ষ্মীনারায়ণ জাখোটিয়া (ঘ) শ্রীনিবাস চেনসুখ জাখোটিয়া, (ঙ) দামোদর কানাইহালাল জাখোটিয়া (চ) জুগলকিশোর কানাইহালাল জাখোটিয়া (ছ) ঘনশ্যাম কানইহালাল জাখোটিয়া (জ) হেমন্ত কানাইহায়ালাল জাখোটিয়া, (ঝ) রাজেন্দ্র কানহাইয়ালাল জাখোটিয়া, (ঞ) তেজকুয়ার কানহাইয়ালাল জাখোটিয়া, (ট) ভগবতী হরিপ্রসাদ কলন্ত্রী, (ঠ) লীলা সুন্দরলাল সাবু এবং (ড) রঞ্জনা বিজয়কুকার ডংরে, বিক্রেতা হিসেবে এবং নীতিন গোপীনাথ ফাক্কে ক্রেতা হিসেবে। সার্ভে নং ১৯/৭/সি।

স্বা/-
লেক্সিকন ল পার্টনারস
অ্যাডভোকেট এবং সলিসিটর
মুল্লা হাউস, ৫ম তল, ৫১, এম. জি. রোড,
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১

তারিখ ৭ জুন, ২০২৫

ইমেল আইডি : objections@lexiconlaw.in

মনোনয়ন জমা কমল হাসান এবং ডিএমকে প্রার্থীদের

চেন্নাই, ৬ জুন: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের উপস্থিতিতে তামিলনাড়ু বিধানসভা কার্যালয়ে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য ডিএমকে প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। তামিলনাড়ু থেকে ৬টি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন ১৯ জুন অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ঘোষণা করেছেন যে ডিএমকে ছয়টি আসনের মধ্যে তিনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং জোটসঙ্গী মাক্কাল নিধি মায়াম একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ডিএমকে থেকে বর্তমান সাংসদ উইলসন, কবি সালমা এবং প্রাক্তন বিধায়ক শিবলিঙ্গম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সঙ্গে ডিএমকে জোট সঙ্গী মাক্কাল নিধি মায়াম-এর নেতা কমল হাসানও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের উপস্থিতিতে এদিন সাংসদ উইলসন, কবি সালমা, প্রাক্তন বিধায়ক শিবলিঙ্গম এবং কমল হাসান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এই সময় উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্টালিন, ভাইকো, সাংসদ কানিমোঝি এবং অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সেনসেক্স বৃদ্ধি পেল ৬৯২ পয়েন্ট

মুম্বই, ৬ জুন: শুক্রবার সকালে এক লাফে ৬৯২ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় সেনসেক্স। প্রাথমিক হিসাব বলছে, ০.৮৪ শতাংশ বেড়ে এদিন ৮২ হাজার ১৩৮ পয়েন্টে এসে ঠেকেছে এই সূচক।

সেনসেক্স বাড়ছে, নিফটি ৫০ কি পিছিয়ে থাকবে? মোটেই নয়। বাজার খোলার কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত একটু পড়ে এক লাফে নিফটি ছুঁয়ে ফেলেছে ২৩০ পয়েন্টের গন্ডি। ০.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ হাজার ৯৭৯ পয়েন্টে এসে ঠেকেছে এই সূচক।

কিন্তু দালাল স্ট্রিটে হঠাৎ এই 'বন্যার' কারণ দর্শাতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাত ধরেই শুক্রবার শেয়ার বাজারে এসেছে টাকার বন্যা। এদিন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তিন দিনের মনিটরি পলিসি কমিটির বৈঠকের পর জানিয়েছে, তৃতীয় বারের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের রেপো রেট কমাচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত শেয়ার বাজারে যে প্রভাব ফেলবেই এই নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই।

OFFICE OF THE
MAHULA-II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O- PULINDA
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER BELDANGA-I
DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invited through online Bid System under following.
1) NIeT:-02 & 03 Memo- 164 & 166/15th CFC/5th SFC/M2GP/2025-26, DATE:-02-06-2025. The last date for online submission of all tender is **10-06-2025, 11-06-2025up to 17:30 hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat.

Abridge Tender Notice
NIT NO- WB/PM/CHP/EO/NIT_07/2025-26
E-Tenders are hereby invited by Block Development Officer on behalf of Chandipur Block Dev. Office, Last Date of submission of tender is on **12th June, 2025 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/- Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_সিটি_ ডিএফডব্লুডি-পিটিII, তারিখ ঃ ০৪.০৬.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ২৭১টি এসি কোচে এসি কোচের জন্য ডবল অ্যাক্টিং এসি কম্পার্টমেন্ট-এর অগ্নি-প্রতিরোধযোগ্য দরজার ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩২,৭৫,৫০৭.০৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

MISC-84/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: DB-I/e-Tender/2025-26(214), DB-I/e-Tender/2025-26(215), DB-I/e-Tender/2025-26(216), DB-I/e-Tender/2025-26(217), DB-I/e-Tender/2025-26(101) & Tender ID: 2025_ZPHD_859113_4, 2025_ZPHD_859222_1, 2025_ZPHD_859224_1, 2025_ZPHD_859224_2, 2025_ZPHD_859224_3, 2025_ZPHD_859224_4, 2025_ZPHD_859228_1, 2025_ZPHD_859228_2, 2025_ZPHD_859273_1, Date : 04.06.2025.** Bid Submission Start Date (Online) : **05.06.2025 at 09.00 AM, 10.00 AM, 11.00AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.06.2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **23.06.2025 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpurhat, Howrah

Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-47/NIT-08/2025-26, ii) WB/HOW/BJPS/JGP-48/NIT-09/2025-26, iii) WB/HOW/BJPS/JGP-49/NIT-10/2025-26, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-50/NIT-11/205-26, V) WB/HOW/BJPS/JGP-51/NIT-12/2025-26, VI) WB/HOW/BJPS/JGP-52/NIT-13/2025-26, VII) WB/HOW/BJPS/JGP-53/NIT-14/2025-26, dated- 04.06.2025, 06.06.2025, SI-1. Fund: 15TH FC (TIED) (UNTIED), SBM(G).** Bid submission start date: **05.06.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **12.06.2025, 25.06.2025, 12.07.2025 at 02.00 PM.** Date of opening : **14.06.2025, 27.06.2025, 14.07.2025 at 02.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

ভুয়ো পরিচয়ে ২ লক্ষ টাকা প্রতারণা, তদন্ত শুরু

ভুবনেশ্বর, ৬ জুন: মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের ভুয়ো আধিকারিক সেজে এক ব্যক্তি এক সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা আদায় করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে।

এয়ারফিল্ড থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, রোডস অ্যান্ড বিল্ডিং ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার প্রতাপ কুমার হরিপালকে এক মাস আগে ফোন করেন জনাকি বল্লভ মহাপাত্র নামের এক ব্যক্তি। নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে বলেন, হরিপালকে মালকানগিরিতে বদলি করা হয়েছে এবং সেই বদলি ঠেকাতে হলে ২ লক্ষ টাকা দিতে হবে।

চাপের মুখে পড়ে প্রতাপবাবু ভুয়ো দাবিকে সত্যি ভেবে ওই টাকা জনাকি বল্লভের হাতে তুলে দেন। পরে অভিযুক্ত আরও ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে এবং তা না পেলে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। এরপরই ভয় পেয়ে প্রতাপবাবু পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে এয়ারফিল্ড থানায় মামলা দায়ের হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

SBI এসবিআই আরামবাগ শাখা (০০০০৮)
লিংক রোড, আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭১২৬১৫, ইমেল : sbi.00008@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় দলিল ক্ষতিগ্রস্ত

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, চারটি মূল বিক্রয় দলিল -শ্রীমতি প্রতিভা মেদ্দা এবং শ্রী সরণ কুমার মেদ্দা এর, সাকিন গ্রাম এবং পো : কড়ুই, ভায়া আরমবাগ , জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৬১৫।

বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত :

১) সম্পত্তি শ্রী সরণ কুমার মেদ্দা এর নামে, মূল দলিল নং ১-৩৩০৯-২০০১ সালের, পৃষ্ঠা ৩৯৩৪, দানপত্র শ্রীমতি সরমা মেদ্দা দ্বারা থেকে শ্রী সরন কুমার মেদ্দা, পারুল, জেএল নং ৩৮, আরএস নং ৭৭ এবং ৬৫, দাগনং ৮৭/৬৭, ০১ ৭/১২ শতক, শালি জমি,রেজি কৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

২) সম্পত্তি শ্রীমতি প্রতিভা মেদ্দা এর নামে। মূল দলিল নং ১-২৩৮৬-২০০৩ সালের, পৃষ্ঠা ৩৮০, পারুল, জেএল নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৬৫, খতিয়ান নং ৩৮৮০, এলআর নং ৬৭, ইউ,-ইউ২ চিহ্নিত, মোট এরিয়া ১৮০১ বর্গফুট (০.০৪ একর) শালি জমি, রেজি কৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

৩) সম্পত্তি শ্রীমতি সরমা মেদ্দা বেং শ্রী সরন কুমার মেদ্দার নামে। মূল দলিল নং ১-৭৫৮- ১৯৯৪ সালের, পৃষ্ঠা ৭৬১,পারুল,জেএল নং৩৮, আরএস নং ৭৭ এবং আরএস নং ৬৫, দাগ নং ৮৭/৬৭, খতিয়ান নং ১৪২৯, মোট এরিয়া ০৩ ১/৬ ষচত(১৩৭৯ বর্গফুট) শালি জমি, রেজি কৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

৪) সম্পত্তি শ্রী সরন কুমার মেদ্দা এবং শ্রীমতি প্রতিভা মেদ্দা এর নামে, মূল দলিল নং ১-০৪১৮৪-২০১২ সালের, পৃষ্ঠা ০৪৩৮৬, ১১৩০, কালীকাপুর ,ফ্ল্যাট নং ১/১এ,২য়তল,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৮৯ বর্গফুট ঢাকা গ্যারাজ স্পেস ১২০ বর্গফুট, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, রেজি কৃত ডিএসআর ৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পো :পূর্ব যাদবপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ।

আমরা ইতিমধ্যেই আরামবাগ থানায়, জেলা : হুগলি একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৭৮৪, তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ উক্ত বিক্রয় দলিলগুলির ক্ষতিগ্রস্ততা সম্পর্কে দায়ের করেছি।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৫

চিফ ম্যানেজার
আরামবাগ শাখা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/ এসডিএএইচ/৫৪৯, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **'ই'-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/ টি/১১/২৫-২৬/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে ইন্টারলকিং হওয়া এলসি গেটগুলিতে সিগন্যাল বন্ধ হওয়া এড়াতে ইনভার্টারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৬,০২,৬০৯.৭০ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে ঃ** ৭২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৬.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৫-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৫-এ দুপুর ২.৩০টা। **যেসব নথিপত্র জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুযায়ী। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

(SDAH-81/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SBI রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (১৭৮৯৯)
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, তৃতীয় ফ্লোর, ২৩এ/৪৪এক্স,
ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩। ই-মেইল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুশান্ত বিভার, ই-মেইল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর- ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট-২ এ [রুল ৬(২) এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিতসিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অক্ষণ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ: ২১.০৬.২০২৫ (ক্র.নং.১) এবং ২৪.০৬.২০২৫(ক্র.নং.২)
ই-অকশনের সময় : ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথিকেটেড/চার্জড আছে যার **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল	ক) বকেয়া পরিমাণ খ) সংরক্ষিত মূল্য গ) ইএমডি	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	সেখ আব্দুল বাকী	**I20 ASTA(O) 1.2 KAPPA MT,** রেজিস্ট্রেশন নং-**WB20BQ7490,** চ্যাসিস নম্বর- **MALBK512LNM183542,** ইঞ্জিন নং- **G4LFNM285035,** উৎপাদনের বছর- ২০২২	ক) ৬,৫৬,২৩৫/- টাকা খ) ৪,১৩,০০০/- টাকা গ) ৪১,৩০০/- টাকা	২১.০৬.২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত।
২.	শ্রীমতী পূজা জয়সওয়াল	**VENUE 1.2 KAPPA MT S,** রেজিস্ট্রেশন নং - **WB12BK8672,** চ্যাসিস নং- **MALFB81BLNM377060,** ইঞ্জিন নং-**G4LANM274308,** উৎপাদনের বছর- ২০২২	ক) ১১,২৫,৭৮৬/- টাকা খ) ৪,৭০,০০০/- টাকা গ) ৪৭,০০০/- টাকা	২৪.০৬.২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত।

* আরটিও-তে গাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য ব্যাঙ্ক বা তার কোনও অফিসার দায়ী থাকবে না।
* বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন- https: //www.bankeauctions.com

তারিখ: ০৭.০৬.২০২৫, স্থান: আরএসিপিসি বেহালা

অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধকে বাচ্চাদের ঝগড়ার সঙ্গে তুলনা করলেন ট্রাম্প!

ওয়াশিংটন, ৬ জুন: ফের রাশিয়া ইউক্রেন নিয়ে মন্তব্য ট্রাম্পের। বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেন আরও কিছুক্ষণের জন্য লড়াই করলে ভালো হতে পারে। উল্লেখ্য, জার্মান চ্যান্সেলার ট্রাম্পকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যিনি একমাত্র পুতিনকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারেন। জার্মান চ্যান্সেলার ফ্রেডরিক মের্ৎসের সঙ্গে ওভাল অফিস বৈঠকে বসেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ ওই দুটি বাচ্চার মধ্যে যারা দু'জন দু'জনকে ঘৃণা করে। তিনি বলেন, এই কথা আমি পুতিনকেও বলেছি। দেখবেন দুটি বাচ্চা নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া করে, তুমি ওদের ঝগড়া থামানো চেষ্টা করলেও তারা থামাবে না। এর থেকে ভালো তারা কিছুক্ষণ ঝগড়া করুক, পরে সময়মতো আলাদা করে দেওয়া। হকি বা যে কোনও খেলাতেও রেফারি কিছুক্ষণের জন্য দুই প্রতিপক্ষকে মাঠে ছেড়ে দেয়, আমিও সেই রেফারির মতো কাজ করছি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের এই নির্লিপ্ত অবস্থান জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎসকে আশাহত করে। বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে তিনি আশা করেছিলেন, হোয়াইট হাউস থেকে ইউক্রেনের প্রতি আরও জোরালো সমর্থনের বার্তা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, চ্যান্সেলর হিসেবে কাজ শুরুর প্রথম মাসেই মের্ৎস বলেছিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের লড়াইয়ে জার্মানি ইতিবাচক ভূমিকা নেবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ে ব্যাপকভাবে বাড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুই দেশকে ঝগড়াটে শিশুদের সঙ্গে তুলনা করলেন।

ফের ইউক্রেনের কিয়েভে রাশিয়ার ড্রোন হামলা। ঘটনায় নিহত ৩ ও গুরুতর জখম ৪৯ জন।

৫ টাকার পার্লে-জি বিস্কুট গাজায় বিক্রি হচ্ছে ২৪০০ টাকায়!

গাজা, ৬ জুন: ৫ টাকার পার্লে-জি বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে ২৪০০ টাকায়। সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এমনই একটি খবরে হতবাক নেটিজেন। গাজায় ৫ টাকার পার্লে-জি বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে ২৪ ইউরোরও বেশি (২,৩৪২ টাকা) দামে। উল্লেখ্য, ভারতীয় বাজারে ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে সস্তা খাবারের মধ্যে থাকা এই বিস্কুটের দাম দেখে হতবাক বিশ্ব। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টে দেখা যাচ্ছে এক বাবা তার সন্তানের জন্য তার প্রিয় বিস্কুটটি কিনে নিয়ে গেছেন। তিনি বলছেন, দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে আমি রফিফকে তার প্রিয় বিস্কুটটি দিতে পেরেছি। যদিও দাম ১.৫ ইউরো থেকে ২৪ ইউরোরও বেশি বেড়েছে, কিন্তু তাও আমি না কিনে পারলাম না। গাজায় দিন দিন বাড়ছে নিত্যদিনের সামগ্রীর দাম। সাধারণ বিস্কুটও যেমন আজ আকাশ ছোঁয়া। ভারতীয় মূল্যে ১ লিটার রান্নার তেলের দাম প্রায় ৪ হাজার ১৭৭ টাকা, ১ কেজি চিনি প্রায় ৪ হাজার ৯১৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে গাজায়। যদিও গাজার একাংশের দাবি, যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে গাজায়। কিন্তু সেই ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে চলছে ব্যবসা, কালোবাজারি ও লুট। ফলে সাধারণ বিস্কুট যার দাম মাত্র ৫ টাকা, তাও বিকোচ্ছে ২৪০০ টাকায়।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:- কোম্পানির সাধারণ শেয়ার বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করা হবে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে যেক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি/অদাবিকৃত আছে সাত বা তার বেশি বছর ধরে।

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ ("আইইপিএফ রুলস") সঙ্গে পঠিতব্য এবং যা কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত যার বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন সেই আইনের যা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন বা ভাঙিয়ে না থাকেন, সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তবে সেই অর্থ কোম্পানি ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ("অথরিটি") ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

কোম্পানির সদস্যগণকে জানানো হচ্ছে যে, যারা তাদের লভ্যাংশ সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্থিক বর্ষ ২০১৮-২০১৯ (প্রথম অন্তর্বর্তী ডিভিডেন্ড) থেকে ২০২৪-২০২৫ পর্যন্ত আইইপিএফ আইন অনুযায়ী তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের আক্ষরিক স্বাক্ষর সহ দাবি করুন লভ্যাংশ লিখিতভাবে যেখানে উল্লেখ থাকবে ফোলিও নং(সমূহ) অথবা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(সমূহ) এবং জমা করুন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড যারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট। ওই আবেদনের সঙ্গে জমা করতে হবে প্যান কার্ডের প্রতিলিপি, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, আধার কার্ড এবং একটি বাতিল করা চেক। কোম্পানি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের নথিভুক্তকৃত ঠিকানায় জানিয়েছেন যে তাদের শেয়ার আইইপিএফে ট্রান্সফার হবে। যেসমস্ত সভ্যগণের শেয়ার আইইপিএফ খাতে হস্তান্তর হবে তার বর্ণনা কোম্পানির কাছে রয়েছে এবং তা ওয়েবসাইট www.niccoparks.com -তে পাওয়া যাবে।

আইইপিএফ রুলস অনুযায়ী, যদি লভ্যাংশ সম্পর্কিত কোনও দাবি ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর আগে জমা না করে থাকেন সেক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ারগুলি কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে। এই বিষয়ে আর কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। শেয়ারগুলি ট্রান্সফারের পর সভ্যগণ ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আধিকারিকদের কাছ থেকে দাবি করতে পারবেন। বিশদের জন্য উপরে বর্ণিত কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ যদি থাকে সভ্যগণ কোম্পানির শেয়ার বিভাগে যোগাযোগ করুন (০৩৩)-৬৫২১ ৫৫১৮/০৪ অথবা মেল করুন- rahul@niccoparks.com/ ankit@niccoparks.com কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট:- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি পূর্বতন, বেলতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৬, দূরভাষ- (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১, ই-মেল- info@rdinfotech.net

অবিলম্বে সভ্যগণকে এই সম্পর্কিত কোম্পানির কাছ থেকে তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ দাবি করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫

যুনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया / Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking

সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫)
সোনারকেল্লা অ্যাপার্টমেন্ট, সাহেব পাড়া, হোল্ডিং নং ১০
সোনারপুর, কলকাতা-৭০০ ১৫০, পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধকরাখা সম্পদ স্বর্ণ এর বাস্তবিক নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ (অফলাইন)

সুনির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতাকে, এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক রাখা স্বর্ণের অলঙ্কার পাবলিক নিলামের জন্য, উপরোক্ত শাখায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ইউনিয়ান **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫)** থেকে সোনার অলঙ্কারগুলির পরিপেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পক্ষে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির (**'গোল্ড লোন সুবিধা'**) মাধ্যমে ক্রেডিট সুবিধা নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে গৃহীত গোল্ড লোন সুবিধার জন্য তাদের বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ককে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে তফসিল -১-এ বর্ণিত বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির বাস্তবিক নিলাম (অফলাইন) বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে **০৯.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে (বাস্তবিক ই-অকশনের সময়) 'যেখানে যেমন আছে', যা আছে তা আছে'**, এবং **'সেখান যা কিছু আছে' এবং** 'রিকোর্স ব্যতীত' ভিত্তিতে।

যেখানে অঙ্গীকার চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংকের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য তফসিল-১ নিলামের জন্য স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে-

- বিক্রয়ের শর্তাবলী :

ক) **'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে তা আছে', এবং 'সেখান যা কিছু আছে'** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** ভিত্তিতে নিলাম হবে এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন স্বত্ব, শর্ত বা অন্য কোনো তথ্যের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।

খ) নিলামটি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫) সোনারকেল্লা অ্যাপার্টমেন্ট, সাহেব পাড়া, হোল্ডিং নং ১০, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০ ১৫০ তে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে ।

গ) আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাকে জমা দিতে হবে ইএমডি এর পরিমাণ যা ধার্য করা হয়েছে ২৫,০০০/- টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা) ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫)** অথবা অফিস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার/আরটিজিএস/এনইএফটি আকারে (নাম - ইনওয়ার্ড আরটিজিএস); **অ্যাকাউন্ট নং ৫৪৮৫০১৯৮০০৫০০০০; আইএফএস কোড-UBIN0554855** অনুকূলে **০৯.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা** বা তার আগে উল্লিখিত শাখায় জমা দিতে হবে। ইএমডি এর জন্য চেক গ্রহণ করা হবে না। অবশিষ্ট এইচ১ বিডের পরিমাণ নিলামের দিনে অর্থাৎ **০৯.০৬.২০২৫ তারিখে এইচ১** বিডারকে সফল বিডিং সম্পন্ন হওয়ার পর পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) তফসিল ১-এ উল্লিখিত বিবরণগুলি ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে এবং কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করবে না।

ঙ) ০৯.০৬.২০২৫ তারিখে, সকাল ১১.০০ টা থেকে ইন্টার-সে-বিডিং সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের উপস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, যারা ইএমডি এর জন্য যথাযথ ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা করেছে। যে পরিমাণ দর বাড়ানো যাবে তা ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।

চ) নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য, যে কোনও কারণে নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং জমা দেওয়া ইএমডি ফেরত দেওয়া ব্যাঙ্কের বিবেচনার মধ্যে থাকবে এবং দরদাতাদের কাছ থেকে সেই বিষয়ে কোনও দাবি বা প্রতিনিধিত্ব ব্যাঙ্ক গ্রহণ করবে না।

ছ) যে ব্যক্তিকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে তাকে নিলামের তারিখে সম্পূর্ণ দর পরিশোধ করতে হবে।

জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা উপরোক্ত নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, বিক্রয় বাতিল করা হবে, এবং ইতিমধ্যে প্রদান করা অর্থ (ইএমডিসহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পদগুলি আবার বিক্রয় করা হবে।

ঝ) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পরে ব্যাঙ্ক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবে এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে এবং ব্যাঙ্ক কোন দাবি গ্রহণ করবে না।

ঞ) এই নোটিশের কোন কিছুই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও কারণে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে যে কোনও কারণে বা যেটি উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে বা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই ধরনের বাতিলকে দরদাতাদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

ট) ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান এবং বিক্রয়ের যে কোনও শর্ত পরিবর্তিত, পরিবর্তন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঠ) দালাল/ফড়িয়াদের সুযোগ দেওয়া হবে না।

পাবলিক নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সম্পত্তির বিবরণ এখানে নিম্নে উল্লিখিত অনুযায়ী-

তফসিল ১-

শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	অ্যাকাউন্ট নং-	২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট নং বকেয়া পরিমাণ এবং তদুপরি ব্যাংকের চুক্তিভিত্তিক হারে অর্জিত অতিরিক্ত সুদ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫)	রাজশেখর লাহিড়ী	৫৪৮৫০৬৫৪০০০০২৩৭	৯৬,৬২৭.০০ টাকা	৩০.০১.২০২৫
		৫৪৮৫০৬৫৪০০০০২৩৮	৭৭,৩০২.০০ টাকা	৩০.০১.২০২৫
		মোট	১,৭৩,৯২৯.০০ টাকা	

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৫ / স্থান: কলকাতা

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার / ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সোনারপুর শাখা

পীযূষ চাওলার সকল ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বই: ২০০৭ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতের দলের সদস্য ছিলেন ভারতীয় লেগ স্পিনার পীযূষ চাওলা। শুক্রবার তিনি সকল ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী ইনস্টাগ্রামে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

অবসর ঘোষণা করে চাওলা তার ক্রিকেট যাত্রার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘দুই দশকেরও বেশি সময় মাঠে থাকার পর, সুন্দর খেলাকে বিদায় জানানোর সময় এসেছে। তিনি তাঁর কোচ, পরিবার এবং ক্রিকেট সংস্থাগুলিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান যাঁরা তাঁর কেরিয়ার জুড়ে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন।

৩৮ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় পঞ্জাব কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলেছেন, ১৯২টি ম্যাচে ১৯২টি উইকেট নিয়েছেন। এই লেগ-স্পিনার ৩টি টেস্ট, ২৫টি ওডিআই এবং ৭টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন।তিনটি ফর্ম্যাট থেকে ৪৩ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

সিএবি ফার্স্ট ডিভিশন লিগ জয়

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ঋত্বিকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথাগত নিয়ন মেনে সি.এ.বি. ফার্স্ট ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ক্লাব পতাকা উত্তোলিত হলো ক্লাব তাঁবুতে। ছিলেন ক্লাবের ক্রিকেট টিমের মেন্টর সম্বরণ বন্দোপাধ্যায়, অর্থসচিব সদানন্দ মুখার্জি সহ চ্যাম্পিয়ন টিমের সকল খেলোয়াড়, সাপোর্টিং স্টাফ ও সদস্য সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবার ক্রিকেটে দ্বিমুকুট অর্জন করেছে।

এদিকে সি.এ.বি. ফার্স্ট ডিভিশন লিগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট দলের শিরোপা জয়ের পর দলের অধিনায়ক ঋত্বিক চ্যাটার্জি ক্লাবের সদস্য ও সমর্থকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ঋত্বিক বলেন, ‘আমরা খুব খুশি যে এবারের সি.এ.বি. ফার্স্ট ডিভিশন লিগ আমরা জিততে পেরেছি। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যকে, যারা আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন। যাঁরা আমাদের পাশে থেকেছেন, মাঠে এসে সমর্থন দিয়েছেন। তিনি আরও যোগ করেন, ‘যেভাবে প্রত্যেক সদস্য, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাব কর্মকর্তারা আমাদের সাহায্য করেছেন, তাতে আমরা সহজেই লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছি। জয়টা শুধুই আমাদের নয়, এটা গোটা ইস্টবেঙ্গল পরিবারের জয়।’

লিগ জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলকে ঘিরে ক্লাব মহলে খুশির হাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থকরা অধিনায়ক ঋত্বিক সহ গোটা দলকে অভিনন্দনে ভাসাচ্ছেন।

ইস্টবেঙ্গলের এই সাফল্য শুধুমাত্র একটি ট্রফি জয় নয়, বরং লাল-হলুদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ক্লাবের অনুরাগীরা আশা করছেন, ক্রিকেটের এই ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

মন্ত্রীর অনুরোধে ভূমিপূত্রের সংখ্যা বাড়াল আইএফএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের নূন্যতম ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়লো। এর আগে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাব প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে ভূমিপুত্রের সংখ্যা নূন্যতম পাঁচজন নির্ধারিত হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তর ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ করে আইএফএকে। আইএফএ শুক্রবার প্রিমিয়ার ও ফার্স্ট ডিভিশন লিগ কমিটির ও প্রিমিয়ারের ক্লাব প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে। সেই বৈঠকে ক্রীড়া দপ্তরের অনুরোধ কে মান্যতা দিয়ে নূন্যতম ভূমিপুত্রের সংখ্যা পাঁচ থেকে বাড়িয়ে ছয় করার বিষয়ে সকলে সহমত হয়। এছাড়াও প্রিমিয়ারের লটারি নিয়ে কোনও কোনও মিডিয়ায় প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সেই বিষয়ে বৈঠকে উত্থাপিত হয়। উপস্থিত ক্লাব প্রতিনিধিরা সমবেত ভাবে জানান অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারি হয়েছে এবং এ নিয়ে তাঁদের কোনও অভিযোগ নেই। বৈঠকে ক্লাব প্রতিনিধি ও লিগ আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি উপস্থিত ছিলেন।

ফুটবলের স্মৃতিচারণে বেলেঘাটায় ‘ফিরে আসার প্রয়াস’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলেঘাটা নিকো পার্ক চত্বরে এক অনন্য ফুটবল আয়োজনের মধ্য দিয়ে পুরনো স্মৃতির জানালায় উঁকি দিতে চলেছে ‘ফিরে আসার প্রয়াস’। এই বিশেষ উদ্যোগটি ২০০০ সালের এক প্রয়াসকে নতুন করে প্রাণ দিতেই নেওয়া হয়েছে, যেখানে একদা মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো দুই প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমী আবার একত্রিত হবেন ফুটবল ম্যাচের উপলক্ষে।

আগামী ৮ জুন, রবিবার বিকেল ৪টেয়, সুরাহ যুবক বৃন্দা গ্রাউন্ডে আয়োজিত হতে চলেছে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। মুখোমুখি হবে সিডিএসজি ফুটবল স্কুল (মেয়েদের দল) এবং প্রিমিয়ার ফুটবল একাডেমি (ছেলেদের দল)। দু’টি দলেরই রয়েছে নিজস্ব কৃতিত্ব ও পরিচিতি;মাঠে তাঁদের লড়াই শুধু প্রতিযোগিতা নয়, বরং স্মৃতি আর সম্পর্কের উদ্ যাপন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ দীপেন্দু বিশ্বাস, শান্তি মালিক (অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ), এবং চিন্ময় মজুমদার (ফিফা প্যানেলিস্ট প্রাক্তন রেফারি)। তাঁরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবেন। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে সেই সোনালি দিনের কথা স্মরণ করা হবে, যখন ফুটবল ছিল জীবনের অংশ, এবং গলির কোণায় কোণায় ছিল খেলার উত্তাপ। আয়োজকরা আশা করছেন, এই প্রয়াস ভবিষ্যতে নিয়মিত হতে পারে এবং নতুন প্রজন্মকে খেলার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই এগিয়ে চলা, আর খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সমাজকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস;এই হল ‘ফিরে আসার প্রয়াস’-এর মূল সুর।

কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ, ভারতের চ্যালেঞ্জ শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জাকার্তা: শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার ম্যান ওয়েই চং এবং টি কাই উনের কাছে হেরে ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার ১০০০ টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন ভারতের শীর্ষ পুরুষ দ্বৈত জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেঠি। ২০২৩ সালে শিরোপা জিতে নেওয়া প্রাক্তন বিশ্ব নম্বর ১ ভারতীয় জুটি, ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ে ফ্ল্যাট-হিটিং মালয়েশিয়ান জুটির বিরুদ্ধে ১৯-২১, ১৬-২১ ব্যবধানে হেরে যান, যা পাঁচটি সাক্ষাতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রথম জয় তুলে নেয়। সাত্ত্বিক-চিরাগের পরাজয়ের ফলে এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চ্যালেঞ্জের অবসান ঘটল।

শিয়াওতেকের রাজত্ব থামিয়ে ফাইনালে সাবালেঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, প্যারিস: বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে মহিলা এককের প্রথম সেমি-ফাইনালে বৃহস্পতিবার ৭-৬ (৭-১), ৪-৬, ৬-০ গেমে জেতেন ২৭ বছর বয়সী সাবালেঙ্কা, ইগা শিয়াওতেককে হারিয়ে। ফরাসি ওপেনের গত তিনবারের চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এখানে ফাইনালে উঠলেন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর খেলোয়াড়।

১৯৬৮ সালের পর প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে টানা চারবার ফরাসি ওপেন জয়ের অভিযানে নেমে শেষ চারে থেমে গেল ২৪ বছর বয়সী শিয়াওতেকের যাত্রা। টানা তিনটিসহ গত পাঁচ বছরের মধ্যে চারবারই এখানে ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছিলেন পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী এই পোলিশ তারকা। ২০১৬ সালে সেরেনা উইলিয়ামসের পর প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে টানা তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন সাবালেঙ্কা।

তিনবারের মেজর জয়ী সাবালেঙ্কা প্যারিসে প্রথম শিরোপার লক্ষ্যে খেলবেন দ্বিতীয় বাছাই কোকো গাউফ অথবা এবারের ফরাসি ওপেনের বিস্ময় র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩৬১ নম্বর খেলোয়াড় লোয়া বয়াসোঁর বিপক্ষে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ইউএস ওপেন জয়ী সাবালেঙ্কা এই বছরে দারুণ ছন্দে আছেন। বছরে ৬টি ফাইনাল খেলে ক্লে-কোর্টের মাদ্রিদ ওপেনসহ শিরোপা জিতেছেন ৩টিতে। এবার তার সামনে প্যারিসের লাল দুর্গে প্রথমবার ট্রফি উঁচিয়ে ধরার হাতছানি।

কার্লো আনচেলত্তির কোচিংয়ে বিবর্ণ ফুটবল খেলল ব্রাজিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুয়াকুইল: কোচ বদল করেও কোনও পরিবর্তন হলো না ব্রাজিলের। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে একুয়েডরের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে সেই পুরোনো ব্রাজিলকেই দেখা গেল। দরিভাল জুনিয়রের কোচিংয়ে যে বিবর্ণ ফুটবল খেলছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, কার্লো আনচেলত্তির কোচিংয়ে সেই একই ফুটবল খেলল ব্রাজিল।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে একুয়েডরের মাঠে ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে শুরু হওয়া ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাজিল। বল দখল, সুযোগ তৈরি, গোলের জন্য শট প্রতিটি বিভাগেই পিছিয়ে ছিল ব্রাজিল একুয়েডরের চেয়ে। প্রায় ৪৮ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য তিনটি শট নিতে পেরেছে ব্রাজিল, যার মধ্যে দুটি ছিল লক্ষ্যে। আর একুয়েডরের সাতটি শটের তিনটি রেখে ছিল লক্ষ্যে।

১৫ ম্যাচে এটি ব্রাজিলের পঞ্চম ড্র। সঙ্গে পাঁচ জয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে তারা। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে একুয়েডর। এদিনই উরুগুয়েকে ২-০ গোলে হারিয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এসেছে প্যারাগুয়ে। ২১ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে আছে পাঁচে।

প্রথমবার বিশ্বকাপে উজবেকিস্তান ও জর্ডন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজেদের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় সাফল্য পেল উজবেকিস্তান ও জর্ডন। বাছাইপর্ব এর বাধা পেরিয়ে প্রথমবারের মতো দেশ দুটি জায়গা করে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে। এছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে বৃহস্পতিবার আরও একটি দল মূল পর্বের টিকেট নিশ্চিত করেছে, দক্ষিণ কোরিয়া।

প্রথমবারের মতো ৪৮ দলের আসরটি আগামী বছর হবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। স্বাগতিকের মর্যাদায় এই তিন দলের বিশ্বকাপে খেলা আগে থেকেই নিশ্চিত। সেই সঙ্গে বাছাই উৎরে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যোগ হয়েছে আরও সাতটি দল। এশিয়া অঞ্চলের বাছাইয়ে এ দিন সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ দুইয়ে জায়গা পাকা করেছে উজবেকিস্তান। ৯ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে তারা। আর তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে ইরান।

এশিয়া অঞ্চলের বাছাইয়েই ‘বি’ গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপে উঠেছে দক্ষিণ কোরিয়া ও জর্ডন। এদিন ইরাককে ২-০ গোলে হারিয়ে নতুন সংস্করণের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করল দক্ষিণ কোরিয়া। এই নিয়ে টানা ১১ বার বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠল তারা, যারা ২০০২ আসরে বিস্ময় জাগিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

এদিনের আরেক ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতে জর্ডনও বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে। ৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দুইয়ে আছে জর্ডন। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে দক্ষিণ কোরিয়া। স্বাগতিক তিন দল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করা সাতটি দল হলো- জাপান, নিউ জিল্যান্ড, ইরান, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডন।

নয় গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে স্পেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্টুটগার্ট: রোমাঞ্চকর ম্যাচ। প্রথমার্ধে তিন মিনিটে দুই গোল তারপর দ্বিতীয়ার্ধে দুই মিনিটে আরও দুটি গোল। ৫৫ মিনিটের মধ্যে চার গোলে এগিয়ে গেল স্পেন। তবে হাল ছেড়ে দেয়নি ফ্রান্স। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করল তারা, কিন্তু পেরে উঠল না। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জিতে টানা তৃতীয়বার নেশন্স লিগের ফাইনালে উঠল শিরোপাধারী স্পেন।

স্টুটগার্টে বৃহস্পতিবার রাতে সেমি-ফাইনালে ৫-১ গোলে এগিয়ে যাওয়া লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল ম্যাচ জিতল ৫-৪ গোলে। আগামী রবিবার মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শিরোপা লড়াইয়ে প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালের মুখোমুখি হবে ২০২৪ ইউরো জয়ীরা। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ পদকের জন্য ফ্রান্স স্টুটগার্টে স্বাগতিক জার্মানির মুখোমুখি হবে।

এদিন স্পেনের হয়ে জোড়া গোল করেন বার্সেলোনার হয়ে দুর্দান্ত মরসুম কাটানো লামিনে ইয়ামাল। নিকো উইলিয়ামস, মিকেল মেরিনো ও পেদ্রি করেন একটি করে গোল। ফ্রান্সের হয়ে জালের দেখা পান কিলিয়ান এমবাপে, হায়ান শের্কি ও রান্দাল কোলো মুয়ানি, অন্যটি স্প্যানিশদের আত্মঘাতী।

চিলিকে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় পেল লিওনেল স্কালোনির দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সান্তিয়াগো: চিলির মাঠে ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা চিলির বিরুদ্ধে। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারার পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার এটি টানা চতুর্থ জয়। হুলিয়ান আলভারেসের নৈপুণ্যে আসল কাজটা করল আর্জেন্টিনা। এই হারে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল চিলির। আর আর্জেন্টিনা নিশ্চিত করল তার শীর্ষস্থান।

ম্যাচে ৬৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নেয় আর্জেন্টিনা, যার মধ্যে চারটি শট ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে চিলি গোলের জন্য সাতটি শট নিয়ে তিনটি শট রাখতে পেরেছে লক্ষ্যে।

ষোড়শ মিনিটে আর্জেন্টিনা প্রথম ভালো সুযোগে পেয়েই কাজে লাগায়। থিয়াগো আলমাদার রক্ষণচেরা পাস ধরে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে অনায়াসে বল জালে পাঠান হুলিয়ান আলভারেস।

চিলি দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবলে খেলে আর্জেন্টিনাকে চেপে ধরে। তবে ভাঙতে পারেনি গোলরক্ষক মার্তিনেসের প্রতিরোধ।

এদিন ৫৭ মিনিটে পাসের জায়গায় বদলি নামেন লিওনেল মেসি। চোটের জন্য গত মার্চে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিপক্ষে জয় পাওয়া দুটি ম্যাচে ছিলেন না আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।

এই ম্যাচ জয়ের পর ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। ২৪ পয়েন্ট করে নিয়ে পরের দুটি স্থানে আছে যথাক্রমে একুয়েডর ও প্যারাগুয়ে। এদিনই একুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা ব্রাজিল ২২ পয়েন্ট নিয়ে আছে চারে। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে হেরে যাওয়া উরুগুয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে আছে পাঁচে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে চিলি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**